আরব মরুতে
শিক্ষা সফর

একটি শিক্ষামূলক ইসলামী উপন্যাস



শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

ইসলামী উপন্যাস

আরব মরুতে

শিক্ষা সফর

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রকাশ কালঃ

আগস্ট-২০১০ ইং।

মূল্যঃ ৬৫.০০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থানঃ

মুসলিম ফটোস্ট্যাট এন্ড কম্পিউটিং
দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।
মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

আরব মরুতে শিক্ষা সফর।

১

চায়ের দোকানে বসা একদম পছন্দ নয় সান্টুর। এক কাপ চা পান করাটা তেমন কোনো দোষের বিষয় না হলেও এর ওর সাথে গল্প করে এক আধ ঘন্টা সময় নষ্ট করাটা ভীষণ অন্যায় মনে হয় তার কাছে। অনেক দিন পর দেখা হলো হাবীবের সাথে। তার পাল্লায় পড়েই সেদিন চায়ের দোকানে হাজিরা দিতে হয়েছিল সান্টুর। চায়ের দোকানটি প্রায় ১৫ বছরের পুরানো। সৃষ্টি লগ্ন থেকেই একই রুপ ও অবয়ব নিয়ে কালের সাক্ষী হিসাবে ঠাই দাড়িয়ে আছে। প্রায় ৭০ বছরের বয়ষ্ক দোকানের মালিক এলাকাতে চা-ওয়ালা নামেই পরিচিত। হাবীবের সাথে দোকানের এক কোনে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে স্মৃতি মন্থন করতে থাকে সান্টু। কলেজ জীবনেই প্রথম পরিচয় তাদের দুজনের। হাবীব তখন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল। সান্টুও ইসলামের প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল ছিল। সেই সংবেদণশীলতার কারণেই চিন্তাভাবনার ব্যাপক অমিল থাকা সত্বেও হাবীবকেই বন্ধু হিসাবে বেছে নিতে হয়েছিল। তখন প্রায় প্রতিদিনই হাবীবের সাথে বিতর্ক হতো। হাবীবের দ্যার্থহীন দাবি ছিল ইসলাম গনতন্ত্রকে সমর্থন করে আর সান্টুর এক কথা, গনতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক ও সদ্ভাব নেই। গল্প করতে করতে আজ চায়ের দোকানে যে সেই পুরোনো বিতর্ক আবার শুরু হয়ে যাবে সে বিষযে সান্টু প্রায় নিশ্চিত ছিল। সান্টু যা মনে করেছিল তাই হলো। ভূমিকা হিসাবে পাঁচ সাত মিনিট সৌজন্য সাক্ষাতের পরই হাবীব নিজস্ব কায়দায় গনতন্ত্রের ভূয়সী প্রসংশা করতে থাকে। ইসলাম ও মুসলিমদের তো বটেই এমনটি খোদ খুলাফা এ রাশেদা ও স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সঃ) কে পর্যন্ত গনতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করে ছাড়ে।

গরম কোনো কিছু পান করতে সান্টুর খুব কষ্ট হয়। একদিন চা পান করলে প্রায় তিনদিন পর্যন্ত অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান থাকে। এই অবস্থায় হাবীবের গরম গরম কথাগুলো ভীষণ বিগড়ে দেয় সান্টুকে। সে বুঝতে পারছে হাবীব ভুল বলছে, ইসলামের ভূল ব্যাখ্যা করছে কিন্তু তাকে বোঝাতে পারছে না। ভিতরে ভীষণ জেদ পয়দা হয় সান্টুর। ইসলাম সম্পর্কে তাকে জানতে হবে। যারা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা

করে তাদের দাতভাঙা জবাব দিতে হবে। কাপের চা সম্পূর্ণ শেষ না করেই উঠে পড়ে। হাবীবকে চায়ের দোকানে রেখে বাড়ি চলে যায়।

হাবীবের সাথে দেখা হওয়ার পর প্রায় দুই সপ্তাহ কেটে গেছে। এর মধ্যে গনতন্ত্র ও ইসলামের উপর লেখা পাঁচ সাতটি বই পড়ে শেষ করেছে সান্টু। এসব বই পড়ে সান্টুর মাথা আওলিয়ে গেছে। প্রতিটি বই অন্যটির থেকে স্বতন্ত্র। লেখকরা যে যার দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করে গেছে। সান্টু বুঝতে পারে এসব লেখকরা কেউই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত নয়। তাহলে সান্টু কিভাবে সত্য সম্পর্কে অবগত হবে? অন্তর ও মন তৃপ্ত হয় এমন যুক্তি পূর্ণ আলোচনা তাকে কে শোনাবে? একদিন রাতে এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে যায় সে...........

............সান্টু নিজেকে একটি বিশালায়তন সবুজ মাঠের মাঝে দেখতে পায়। মাঠের এক কোণে কিছু ঝোপ ঝাড়ের মাঝে একটি অকর্ষণীয় ঘর দেখা যায়। বিশ্ময়ে আবিভূত হয়ে ধীর পায়ে সেদিকে এগুতে থাকে সান্টু। ঘরটির কাছাকাছি হতে থাকলে সান্টুর বিশ্ময় আস্তে আস্তে ভয়ে রুপান্তরীত হয়।

ইয়াং ম্যান, ভয় নেই। সরাসরি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ো। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং গনতন্ত্রের জনক আব্রাহাম লিংকন তোমার জন্যই অপেক্ষা করছেন। তোমাকে তার ভীষণ প্রয়োজন।

সান্টুর গাঁয়ে কম্পন সৃষ্টি হয়। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করে কথাগুলো কার। ঘরটির ঠিক সামনে যে উঁচু গাছটি ছিলো তার ডালে সুনিপুনভাবে তৈরী করা মাচাতে এক বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখা গেল। বৃদ্ধটি সান্টুর দিকে তাকিয়ে পরিচিতের মতো হাসতে থাকে। সান্টু কিন্তু তাকে চেনে না তবু তারই আশ্বাসে ভিতরে ঢোকার জন্য প্রস্তুত হয়। ঘরে প্রবেশ করার আগে নিজের পোশাক আর পরিচ্ছন্নতার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয় তার ভিতরে। জীবনের কখনও আব্রাহাম লিংকনের সাথে দেখা করার ইচ্ছা তার ছিল না তবু সুযোগ যখন হয়েছে তা হাত ছাড়া করাটাও সঙ্গত নয় মনে করে আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে!

মনে মনে ইংরাজীতে কথা সাজাতে থাকে সান্টু। ছাত্র হিসাবে যথেষ্ট ভাল সে। ইংরাজীতে তার দক্ষতাও কম নয় কিন্তু কোনো পাকা ইংরেজের সাথে বাক্যালাপ করার কথা মনে হতেই গলা শুকিয়ে যায়। কেবল হাউ আর ইউ, আই এম সান্টু এই টাইপের কিছু কথা বারবার মতে উদয় হতে থাকে।

ঘরের ভীতর প্রবেশ করতেই এক কোনে একজন আধা বয়ষের সম্ভ্রান্ত লোককে দেখা যায়। কাচা পাকা দাঁড়ি বিশিষ্ট লোকটি সান্টুকে অবাক করে দিয়ে শুদ্ধ বাংলা কথা বলতে আরাম্ভ করে।

স্বাগতম, এসো, এসো। তুমি একটু দেরি করে ফেলেছো। প্রায় আধা ঘন্টা ধরে আমি শুধু তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। আমাদের যাত্রার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ এখন কেবল রওনা হওয়ার পালা।

লোকটাকে ইংরাজীর বদলে বাংলা বলতে দেখে সান্টু অবাক হয় বটে কিন্তু যাত্রার কথা শুনে সে আরো অবাক হয়। কিসের যাত্রা? তারা যাবেই বা কোথায়?

সান্টুর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে লোকটি সান্টুর দিকে ঝুকে বলে,

আমি প্লান করেছি ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনা পদ্ধতি স্বচক্ষে দেখার জন্য ভ্রমনে বের হবো। সাথে একজন মুসলিম যুবক না থাকলে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে পারি ভেবে তোমাকে সাথে রাখতে চাচ্ছি। তুমি কি রাজী আছো?

ইসলামী রাষ্ট্রে ভ্রমনে বের হতে সান্টুর কোনো অমত থাকার কথা নয় কিন্তু সে ভাবে এ যুগে ইসলামী রাষ্ট্র পাওয়া যাবে কোথায়?

জনাব, আপনি কোন ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। বর্তমানে যেসব রাষ্ট্র আছে তার একটিও সঠিক ইসলামী ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। কিছু কিছু মুসলিম রাষ্ট্রের সংবিধানে স্পষ্টই ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা লেখা আছে আর যেসব রাষ্ট্র এখনও নিজেকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে দাবি করে তাদের এ দাবিও মিথ্যা। সুতরাং আপনি এসব রাষ্ট্রে ভ্রমন করলে লাভের পরিবর্তে ক্ষতির সম্ভাবনায় যে বেশি তা আপনাকে মনে রাখতে হবে। এসব রাষ্ট্রের উপর গবেষণা করে আপনি সঠিক ইসলামী রাষ্ট্র পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন না বরং বিকৃত ধারণা পাবেন।

সান্টুর কথায় আব্রাহাম লিংকন মৃদু হেসে উঠে বলেন,

আচ্ছা, তুমি কোন রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র মনে করো?

রসুলুল্লাহ (সঃ) ও তার পরবর্তী চার খলীফার আমলে যে পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয়েছে সেটিই মূলত ইসলামী পদ্ধতি আর পরবর্তীতে মুসলিমদের হাতে বিভিন্ন স্থানে যেসব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ও শাসিত হয়েছে আমার জানামতে তার কোনোটিই ত্রুটিমুক্ত ছিল না।

বয়স্ক লোকটির মুখে আবার রুপালী হাসি ফুটে উঠল।

হ্যা। আমরা সেই সোনালী যুগের উদ্দেশ্যে ভ্রমনে বের হবো। আমি এক লম্বা ভ্রমনের প্রস্তুতি নিয়েছি, তুমিও মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে নাও। আমরা দেড় হাজার বছর পূর্বের সুদূর মরু আরবের উদ্দেশ্যে ভ্রমনে বের হচ্ছি। তুমি কি এ ভ্রমনে আমার সঙ্গী হতে প্রস্তুত?

সান্টু যেনো হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এটা কিভাবে সম্ভব! শুধু হাজার হাজার কিলোমিটার নয় বরং সেই সাথে দেড় হাজার বছর পিছনে ফিরে যাওয়া কিভাবে সম্ভব! কিন্তু যাই হোক প্রিয় আরব ভূমি স্বচক্ষে দর্শন করার এই সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করার মতো বোকামী করা সান্টুর পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি রাজী। আনন্দের সাথে রাজী।

গুড। তাহলে আর দেরি নয়। জন, কোথায় তুমি?

আব্রাহাম লিংকনের উঁচু স্বরের ডাক শুনে প্রায় দৌড়িয়ে উপস্থিত হয় সান্টুর সম বয়ষী এক যুবক।

তাপসীকে এখনই হাজির করো। ক্ষিপ্র স্বরে বলেন আব্রাহাম লিংকন।

সান্টুর মন মগজে ভিন্ন চিন্তা শুরু হয়ে যায়। তাপসী আবার কে? এই মেয়ে মানুষটা আবার যাবে নাকি তাদের সাথে? তেমন হলে সান্টু অবশ্যই এই সফর হতে বিরত থাকবে। কোনো মেয়ে মানুষের সঙ্গে এতটা দীর্ঘ পথ সফর করতে সে মোটেও আগ্রহী নয়। এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বিকট তর্জন গর্জন শোনা যায়।

ঐ যে, তাপসী হাজির হয়ে গেছে চলো যায়। বলতে বলতে আব্রাহাম লিংকন দ্রুত পায়ে বের হয়ে পড়েন।

সান্টু বাইরে বের হয়ে গোল আকৃতির প্রকাণ্ড একটি বাহন দেখতে পায়। সেটির গাঁয়ে ইংরাজীতে লেখা আছে "তাপসী"। সান্টু বুঝতে পারে দানব আকৃতির প্রকাণ্ড এই বাহনটির নামই তাপসী। এই প্রকাণ্ড গাড়িটি ভীষণ অদ্ভুত আর বেজায় বেমানান। এটির আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে ভিতরে প্রায় শ' খানেক লোকের স্থান সংকুলান হবে।

এই দীর্ঘ যাত্রায় এত লোকের খাবারের ব্যবস্থা হবে কিভাবে?

বেশি কিছু চিন্তা করার সুযোগ না দিয়েই আব্রাহাম লিংকন ভিতরে প্রবেশ করার জন্য

সান্টুকে বারবার তাকাদা করতে থাকেন। সান্টু ভিতরে প্রবেশ করে। বাইরে থেকে যেমন মনে হচ্ছিল, ভিতরে কিন্তু ততটা প্রশস্ত স্থান নেই। বড়জোর তিন চার জন লোক আরামের সাথে অবস্থান করতে পারবে বাহনটির ভিতরে। এত বড় গাড়িটির বাকি অংশে নিশ্চয় দামী যন্ত্রপাতী আর দীর্ঘ সফরের রসদ সামগ্রী রাখা হয়েছে। সান্টু বেশি চিন্তা করে না কেবল একটা চেয়ারের উপর উঠে বসে। অল্প সময় পরই আব্রাহাম লিংকন এসে বসেন। গাছের উপরের বৃদ্ধ ব্যাক্তিটি আর জন নামের সেই যুবকটি বিদায় দেওয়ার জন্য একত্রে দাড়ায়। সেসময় বাহনটির দরজা আস্তে আস্তে স্বয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ হতে থাকে। লোকদুটির উদগ্রীব চেহারা একটু একটু করে সান্টুর দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার পর হতে আর কোনে শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। কেবল আব্রাহাম লিংকন ঠক ঠক করে এটা সেটা নাড়াচাড়া করছিলেন। সান্টু অনুমান করে তিনি বাহনটি চালু করতে চাচ্ছেন।

যা! ভুল হয়ে গেছে। জনের কাছ থেকে তারীখের হিসাব জেনে নিতে ভুলে গেছি। ইয়াং ম্যান, তাড়াতাড়ি করো। আজ থেকে কত বছর আগে আরব ভুমিতে খুলাফা এ রাশেদার শাসনকাল ছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করো। ভুল হলে কিন্তু আদিম যুগের মাংস খেকোদের হাতে পড়তে হবে বুঝেছো?

সান্টু ভয় পায় না। আদিম যুগের মানুষ বর্বর ও অসভ্য ছিল কথাটা সান্টু মানে না। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই তাদের প্রতি বিভিন্ন নবী রাসুল প্রেরণ করে সততার শিক্ষা দিয়েছেন সুতরাং তারা আমাদের মতই মানুষ ছিল আমাদের মতই কথা বলতো স্বাভাবিক খাবার খেতো। সে সময় কোনো কোনো বিচ্ছিন্ন মানব গোষ্ঠী এধরণের অস্বাভাবিক কাজ করতে পারে যেমনটি বর্তমানেও বিভিন্ন স্থানে ঘটে থাকে তাই বলে তখনকার সামগ্রিক মানব জনগোষ্ঠী বর্বর, ভাষাহীন ও মাংস খেকো ছিল একথার সাথে কোনো মুসলিম এক মত হতে পারে না।

এ কথার সাথে একমত না হলেও সঠিক ভাবে সময় নির্ণয় নিশ্চয় জরুরী ব্যাপার এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা তো ইসলামী শাসন পদ্ধতি দেখার জন্য এই দুঃসাদ্ধ ও অস্বাভাবিক সফরে বের হয়েছে। সময় নির্ণয়ে ভুল হলে যদি ফিরআউনের অভিশপ্ত শাসনকালে গিয়ে পৌছায় তবে সময় ও জীবন উভয় দিক হতেই অপরিসীম ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সান্টু মনে মনে হিসাব করতে থাকে।

মোটামোটি সাড়ে তেরো'শ বছর পূর্বের সময়ে পৌছাতে পারলেই আপনি কোনো

এক খলীফার সময় পেয়ে যাবেন।

আব্রাহাম লিংকন যন্ত্রটিকে সাড়ে তেরো'শ বছর পূর্বে ফিরে যেতে আদেশ করে চেয়ারে এলিয়ে পড়েন। সান্টু স্পষ্ট বুঝতে পারে তিনি চিন্তা করছেন। সম্ভবত আদিম যুগের বর্বর মানুষখেকোদের হাতে পড়ে যাওয়ার আসঙ্কা করছেন।

অনেক চেষ্টা করেও বোঝা যাচ্ছে না গাড়িটি চলছে না স্থীর রয়েছে। সাধারন যানবাহন চললে যেমন শব্দ ও ঝাকুনি অনুভব করা যায় তার কোনোটিই এতে নেই। সান্টু বারবার ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকে। চোখের সামনে সব কিছুই অপরিবর্তনীয়। আব্রাহাম লিংকনের চেহারাও পূর্বের মতো বিষন্ন। ঘড়ির কাটাটি কেবল টিক টিক করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রতি সেকেন্ডেই কাটাটি তার অবস্থান পরিবর্তন করছে। ঘড়ির কাটার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখে ক্লান্তি নেমে আসে। একবার মুখ তুলে এদিক ওদিক তাকায়। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কোনো কিছু দেখা যায় না। প্রায় ঘন্টা দুয়েক শুধু এসবই দেখছে সে। সব কিছু তার কাছে পরিচিত হয়ে গেছে। সান্টু আবার ঘড়ির দিকে তাকায়। সান্টুর কেনো জানি মনে হয় ঘড়ির কাটাটি ধীরগতিতে চলছে। বিষয়টিকে বড় একটা গুরুত্ব দেয়না কেবল একনজরে তাকিয়ে থাকে কাটাটির দিকে। কাটাটির গতি ক্রমে ধীর থেকে ধীর হতে থাকে। বিষয়টি প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও এখন গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। সান্টুদের যাত্রাটি অন্যান্য যাত্রার মতো নয়। এর সাথে সময়ের গভীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

কি আশ্চর্য কাণ্ড দেখেছেন? ঘড়ির কাঁটা তো আস্তে আস্তে স্লো হয়ে যাচ্ছে।

কথাটি শোনামাত্র আব্রাহাম লিংকন লাফিয়ে ওঠেন। পাগলের মতো দুহাত দিয়ে হাতড়িয়ে কি যেনো খুজতে খুজতে বিড়বিড় করে বলেন,

আমাদের কপালে কোনো মঙ্গল লেখা আছে বলে মনে হয় না। জনকে সাথে আনলেই ভাল হতো। সেই ভাল জানে কিভাবে এই যন্ত্রটি কাজ করে। একটা নোট বুকে লিখে দিতে বলেছিলাম। সেটা যে কোথায় রেখেছে।

সান্টু বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারে না। তবু আব্রাহাম লিংকনের সাথে তাল মেলানোর জন্য এদিক সেদিক অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে থাকে। খুজে যে কিছু পাওয়া যাবে না সেটা বুঝতে পারার পর আগ্রহ হারিয়ে আবার পূর্বের মতো চেয়ারে এলিয়ে পড়েন আব্রাহাম লিংকন। তার দিকে একপলক দৃষ্টি দিয়ে সান্টু বলে,

গাড়িটি তো কোনো শব্দ করছে না। এটি আদৌ চলছে কিনা তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?

সান্টুর কথা শেষ হওয়া মাত্র আব্রাহাম লিংকন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন।

যায় একবার ইঞ্জিন রুম থেকে ঘুরে আসি।

বলতে বলতে পিছনের দরজাটি কড়াৎ করে খুলে ফেলেন। আর ঠিক তখনি প্রায় বজ্রপাতের মতো শব্দ শোনা যায়। গাড়িটির ইঞ্জিন রুমে কি ভীষণ তোলপাড় চলছে দরজাটি বন্ধ থাকার কারণে তা ঘুর্ণাক্ষরেও টের পায় নি দুজন। ইঞ্জিন রুমের দরজা খোলার পর আব্রাহাম লিংকন ভিতরে ঢুকে খোজাখুজি করার নেশা সামলাতে পারলেন না। তিনি হারিয়ে গেলেন। ভীষণ শব্দে সান্টুর কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। প্রায় মিনিট পাঁচেক সময় পার হয়ে যায় কিন্তু লোকটিকে ফিরে আসতে দেখা যায় না। এতক্ষণে বিকট শব্দের সাথে সাথে একপ্রকার ঠান্ডা হাওয়া আসতে শুরু করেছে। এই বিব্রতকর পরিবেশে হালকা শিতলতা প্রথমে তৃপ্তি দায়ক মনে হলেও সান্টু বুঝতে পারে শিতল হাওয়া ক্রমে আরো বেশি শিতল হয়ে যাচ্ছে। একসময় তাপমাত্রা এতটাই কমে যায় যে লোমের উপর ফোটা ফোটা বরফ বসতে শুরু করে। সান্টুর মনে হয় আরো কয়েক মিনিট পর সে নিজেই এক খন্ড বরফে রুপান্তরিত হবে।

চলে আসুন। দয়া করে দরজা বন্ধ করে দিন।

সান্টু যতদূর সম্ভব চিৎকার করে কাথাগুলো বলার চেষ্টা করে। কিন্তু ইঞ্জিন রুমের শব্দ এতই বিকট যে সান্টুর কথাগুলো ১০ সে.মি পথ পাড়ি দিয়ে তার নিজের কানেও পৌছাতে সক্ষম হয় না। সে হাল ছেড়ে দেয়। চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে থাকে কখন এই যন্ত্রণার অবসান ঘটে। গায়ের বিভিন্ন স্থানের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলতে থাকে। হাতের ঘড়িটি এখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। সেটির উপরও বরফের পাতলা আবরন পড়ে গেছে।

পেয়েছি। যা খুজছিলাম পেয়ে গেছি।

একটা অর্ধভেজা নোটখাতা হাতে একরকম কাঁপতে কাঁপতে হাজির হন আব্রাহাম লিংকন। সান্টু মৃতপ্রায় মানুষের মতো ক্ষীণ কণ্ঠে বলে,

দয়া করে দরজাটি বন্ধ করে দিন।

দরজা বন্ধ করে নিজের চেয়ারের উপর বসেন আব্রাহাম লিংকন। তার জামা কাপড় বেয়ে ফোটায় ফোটায় পানি পড়ছে। নিজের শরীরের দিকে খেয়াল না করে কেবলই নোট খাতাটি নেড়ে চেড়ে মিন মিন করে পড়তে থাকেন,

......যন্ত্রটি চালু করার পর প্রায় ঘন্টা খানেক নিশ্চুপ বসে থাকতে হবে। বার বার ঘড়ির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ঘড়ির কাটা আস্তে আস্তে ধীর গতিতে চলবে এবং এক সময় থেমে যাবে পরে পিছনের দিকে ঘুরতে থাকবে.............

দেখো! দেখো! ঘড়ির কাটা পিছনের দিকে ঘুরবে। ভাল করে দেখোতো তোমার ঘড়ির কাটার কি অবস্থা।

সান্টু একটু আগেও দেখেছে ঘড়ির কাটা থেমে গিয়েছিল। এখন সে আবার ঘড়ির দিকে তাকায়। সত্যি সত্যিই সেটি উল্টো ঘুরতে শুরু করেছে। সে কিছুই বলে না কেবল হাত উচু করে ঘড়িটি আব্রাহাম লিংকনকে দেখায়। সব কিছু ঠিক ঠাক মতো চলছে দেখে আব্রাহাম লিংকন খুশি হন। কোনো মন্তব্য না করে আবার পাঠে মনযোগ দেন। সান্টু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে ক্রমে সেটার গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। শেষে ঘড়ির কাটা এতো জোরে ঘুরতে শুরু করে যে সেটা দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

দেখেছো! এখানে কি লেখা আছে। খেয়াল করেছো! ভাল করে শোনো।

ঘড়ির কাটা যখন দ্রুত ঘুরতে আরাম্ভ করবে তখন ইঞ্জিনরুমের দরজা খুলে দিয়ে যার যার স্থানে নিশ্চুপ বসে থাকতে হবে।

সান্টুর গলা শুকিয়ে যায়। আবার শেই বজ্র আঘাত আর শিতল বায়ুর স্পর্ষ? সান্টু আহত দৃষ্টিতে তাকায়। তার উপর কোনোরুপ মায়া না করে ভীষণ আঘাত দিয়ে লোহার দরজাটি খুলে ফেলেন আব্রাহাম লিংকন। শুরু হয় বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা, বিকট শব্দ আর বরফগলা পানির মতো শিতল জলবায়ুর আক্রমণ। সান্টুকে যেসব বিব্রতকর দুঃচিন্তায় পাকড়াও করছিল আব্রাহাম লিংকন তা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিলেন। যন্ত্রটি সঠিকভাবে চালু করতে পেরে তিনি আনন্দিত। তিনি কেবল নোটবুকটি বরফের আক্রমন থেকে বাচাঁনোর কোনো নিরাপদ স্থান তালাশ করছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডিসেম্বরের কোনো এক সকালের মতো ঘনো কুয়াশা ঘিরে ধরে দুজনকে। একজন অন্যজনকে শুধু নয় বরং নিজেকে ভালভাবে দেখাও কষ্ট হয়ে

যায়। সেসময় সান্টু অনুভব করে তার শরীরের উপর একের পর এক বরফের স্তর পড়তে শুরু করেছে। প্রথমে হাত দিয়ে রোধ করার চেষ্টা করে শেষে বিরক্ত হয়ে নিস্ক্রিয় হয়ে যায়। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই শরীরের উপর পাঁচ ইঞ্চি প্রলেপ পড়ে যায়। আব্রাহাম লিংকনের অবস্থাও কিছুমাত্র ব্যাতিক্রম নয়। তিনি একবার সান্টুর দিকে দৃষ্টি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ইঙ্গিত দেন। এই বিব্রতকর অবস্থায় ঘুমানো সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না সান্টুর তবু চোখ বুজে চেষ্টা করতে থাকে। আধা ঘুমন্ত অবস্থায় চোখ ও মুখের উপর একটির পর একটি বরফের টুকরা জমা হচ্ছে অনুভুত হয়। একটি ফল যেভাবে খোসার মধ্যে লুকানো থাকে সেভাবে বরফের নিচে হারিয়ে যায় সান্টু। গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়।

২

জ্ঞান ফিরলে সান্টু যা দেখল তা অবিশ্বাস্য। বালুময় তপ্ত মুরুভূমীর বুকে কয়েকটি উট চড়ছে। তার পাশে একটি খেজুর বাগানের ছায়ায় শুইয়ে রাখা হয়েছে সান্টুকে। আব্রাহাম লিংকন পাশেই বসে ছিলেন। এ পরিবেশ সান্টুর নিকট ভীষণ পরিচিত মনে হতে থাকে। বিভিন্ন বই পুস্তকে রসুলের যুগের যে বর্ণনা পাওয়া যায় হুবহু সেরকমই মনে হচ্ছে তার। তাহলে কি সত্যি সত্যিই আরব ভূমিতে পৌছে গেছে তারা। কি আশ্চর্য! কিন্তু বাহনটি কোথায়? সেটি দেখছি না কেনো?

তাপসীকে আমি সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখেছি ওখানে চিহ্ন রেখে এসেছি ফিরে যাওয়ার সময় সহজেই খুঁজে নিতে পারবো।

কিন্তু আব্রাহাম লিংকন ওতো বড় গাড়িটাকে সমুদ্রে কিভাবে নিয়ে গেল?

এতো বেশি চিন্তা করতে ভাল লাগছে না সান্টুর। যদি সত্যি সত্যিই আরব ভূমিতে পৌছে গিয়ে থাকে তবে ফিরে যাওয়া নিয়ে মোটেও মাথা ব্যাথা নেই তার। এর মধ্যে পাগড়ি পরিহিত একজন বৃদ্ধ লোককে আসতে দেখা যায়। লোকটির চোখে মুখে সম্মানের ছাপ।

আপনারা নিশ্চয় ক্ষুধার্থ? কায়েস, কোথায় তুমি ?

বৃদ্ধের ডাক শুনে পাখির গতিতে ছুটে আসে ১৪/১৫ বছরের এক ছেলে।

অথিতিরা আমার বাগানে কখন এসেছে? তুমি কি কিছুই লক্ষ করো না? এদের খাবার দাওনি কেনো? রসুলুল্লাহ (সঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল সর্বোত্তম ইসলাম কি? তিনি

বললেন সালাম দেওয়া আর মানুষকে খাওয়ানো। তুমি কি এটা জানো না?

বালকটির চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে লজ্জা পাচ্ছে। সে কোনো উত্তর দিল না শুধু যেভাবে এসেছিল সেই গতিতে ফিরে গেল এবং মিনিট কয়েকের মধ্যে খাবার আর পানির পাত্র নিয়ে হাজির হলো।

আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আপনাদের লক্ষ করি নি।

বলতে বলতে পাত্র গুলো সান্টুদের সামনে এগিয়ে দিল কায়েস। সান্টু এক নজরে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধের দিকে। একজন খাটি আরবের যেমন চেহারা হওয়া উচিত এই বৃদ্ধ তার চেয়ে কিছু মাত্র ব্যাতিক্রম নয়। শুধু কথা বলছে শুদ্ধ বাংলাতে। আরবদের আতিথিয়তার কথা অনেক শুনেছে সান্টু কিন্তু স্বচক্ষে দেখায় সৌভাগ্য যে কখনও হবে তা ভাবে নি। মিঃ লিংকনও নিশ্চয় অবাক হয়েছেন। দুজন অপরিচিত ব্যাক্তিকে দেখা মাত্র অন্য কোনো কুশলাদি জিজ্ঞাসা না করেই যারা খাবার খাওয়ানোর জন্য ব্যাস্ত হয়ে পড়ে তারা কতো উঁচু পর্যায়ের মানুষ তা কল্পনা করতে তার কষ্ট হওয়ারই কথা। পরম তৃপ্তির সাথে পাত্রের খেজুরগুলো একটা একটা করে মুখে ভরতে থাকে সান্টু। শুধু স্বাদের কারণে নয়। এ খাবার যে প্রিয় রসুল (সঃ) এর খাবার। দুজনে ক্ষুধা নিবারণ করার পরও কিছু খেজুর বাকি থেকে যায়। বৃদ্ধ সেখান থেকে কিছু গ্রহণ করে কায়েসকে বলে বাকি গুলো নিয়ে যেতে।

আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কি আপনাদের পরিচয়?

আরব অথিতিভাজনের মুখে প্রশ্নটি শুনে সান্টু উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই এমন একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য নিজেকে তৈরী করছে সে। বস্তুত একারণেই তো তাকে সাথে এনেছে মিঃ লিংকন।

আমার নাম মানজারুল ইসলাম আর ইনি হলেন আব্রাহাম লিংকন। আমরা বহু দুর থেকে ইসলামী রাষ্ট্র স্বচক্ষে পরিদর্শন করার জন্য এসেছি। যদিও এখনও বুঝতে পারছি না আমরা ঠিক কোথায় এসে পৌছেছি।

ইবরাহা লাংকান?

না জনাব, ইবরাহা লাংকান নয় ওনার নাম আবরাহাম লিংকন।

অনেক কষ্ট করেও আরব বৃদ্ধটির মুখ হতে আব্রাহাম লিংকনের সঠিক নামটি উচ্চারণ করানো গেল না। শেষে না বিরক্ত হয়ে যায় এই ভয়ে সান্টু নাম শেখানো বাদ দিয়ে

ভিন্ন প্রসঙ্গ ধরে।

উনি একজন খৃষ্টান। ইসলাম সম্পর্কে জানতে ভীষণভাবে আগ্রহী। আর আমি জন্ম হতেই মুসলিম।

মুসলিম? ভাল, খুব ভাল।

বৃদ্ধের অকৃত্রিম ভালবাসার আর স্নেহ যেনো উপচে পড়ে সান্টুর উপর।

তাহলে ইনি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান?

জী হ্যা। এখন তার থাকার ব্যাবস্থা কিভাবে করা যেতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের থাকার দুটি পদ্ধতি আছে। (১) ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য সাময়ীকভাবে অবস্থান (২) ইসলামী রাষ্ট্রে প্রজা হয়ে চিরোস্থায়ী অবস্থান। দ্বীতিয় ক্ষেত্রে বাৎসরিক কর প্রদান করতে হবে।

কর প্রদানের কথা শুনে আব্রাহাম লিংকন অপমানিত বোধ করেন।

কর কি শুধু একজন অমুসলিম প্রদান করবে? কোনো মুসলিম কি কর প্রদান করবে না?

নাউযু বিল্লাহ! আস্তাগফিরুল্লাহ! ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম কর প্রদান করবে? এ আপনি কি বলছেন?

অবস্থা অস্বাভাবিক হতে দেখে সান্টু বিচলিত বোধ করে।

ক্ষমা করুন জনাব। উনি একজন অমুসলিম ইসলাম সম্পর্কে বেশি কিছু না জানাই স্বাভাবিক।

সান্টুর কথায় বৃদ্ধের মন ও মেজাজ শান্ত ও স্বাভাবিক হয়। সেই ফাকে সান্টু বলে,

আমাকে ক্ষমা করুন। আমি শুনেছি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা জিজিয়া কর প্রাদান করে আর মুসলিমরা যাকাত প্রদান করে এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে সমতা বিধান করা হয়।

বৃদ্ধ এবার পূর্বের চেয়ে বেশি রেগে যান। তার চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। তার অবস্থা দেখে সান্টুর মুখ ফেকাসে হয়ে যায়। কিছুক্ষন নিরাবতার পর বৃদ্ধ নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন এমন দুজন লোক তার সামনে দাড়িয়ে আছে যারা ইসলামের মুল তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত নয়।

জিজিয়াকে যাকাতের সাথে তুলনা করা চরম বোকামী বরং কুফরীর পর্যায়ে পড়ে। আল্লাহর রসুলের সময় ছা'লাবা নামক এক মুসলিমের নিকট যাকাত চাওয়া হলে সে বলে আল্লাহর কসম এটা তো জিজিয়া। একথা বলার কারনে তার নিন্দায় সূরা তাওবার ৭৫ নং এবং তার পরবর্তী কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। যেখানে আল্লাহ বলেছেন আমি তার অন্তরে নিফাকী লিখে দিয়েছি। সুতারাং যাকাতকে জিজিয়ার সাথে তুলনা করা যাবেনা। উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। ভাল করে মনে রাখো

জিজিয়া যে প্রদান করে তাকে অপমানিত করা হয়। আল্লাহ বলেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِيــنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ **حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ** [التوبة/২৯]

আহলে কিতাবীদের মধ্য হতে যারা আল্লাহ (I) ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করেনা এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ কর **যতক্ষণ না তারা অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া প্রদান করে।**

{সূরা তাওবা / ২৯}

আর মুসলিমদের নিকট হতে যাকাত নেওয়ার মাধ্যমে তাদের সম্মানিত করা হয়।

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ১০৩]

আপনি তাদের নিকট হতে যাকাত গ্রহণ করুন যার মাধ্যমে তাদের পবিত্র করবেন।

(সূরা তাওবা/১০৩)

জিজিয়া আর যাকাতকে যারা সমান মনে করে তারা সামান্যও বিবেক বুদ্ধির অধিকারী নয়।

আর কোনো প্রশ্ন করার সাহস পায় না সান্টু। সাহস হারিয়ে ফেলেন আব্রাহাম লিংকনও। দুচোখ দিয়ে মহাতৃপ্তির সাথে মরুর বুকে চোখ বুলাতে থাকে সান্টু। উটগুলো তখনও ঘাস পাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে। উঠের রাখালরা চিৎকার করে গান করছে ওদের গানের সুর আর শব্দ দুটোই ভীষন একগুয়ে আর বেমানান লাগছে সান্টুর কাছে। ওরকম গান আর ঐ প্রকৃতির সুরের সাথে সে পরিচিত নয়। গানের

ভাষাও তার কাছে স্পষ্ট নয়। খুব বেশি সময় নিরব থাকলে সম্পর্কের দুরত্ব সৃষ্টি হতে পারে ভেবে সান্টু আবার শুরু করে,

এই উটগুলো কি আপনার?

বৃদ্ধ কোনো উত্তর দেন না কেবল মৃদ হেসে উঠে পড়েন।

চলুন, আপনারা আমার বাসায় চলুন। আপনারা আমার নিকট অবস্থান করবেন।

আব্রাহাম লিংকন মুখ কাচুমাচু করছিলেন। ভিসা বা পাসপোর্ট ছাড়া কোনো রাষ্ট্রে অবস্থান গ্রহণ করলে কি বিপদ হতে পারে তা তিনি ভাল করেই জানেন।

প্রশাসনিক ঝামেলায় পড়তে হবে না তো?

মিছে কেনো ভয় পাচ্ছেন? আমি আপনাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি।

আব্রাহাম লিংকন অবাক হন। এই বৃদ্ধকে তিনি একজন সাধারণ মুসলিম মনে করেছিলেন। বাইরের দেশের কোনো নাগরিককে নিরাপত্তা দিতে হলে তো সরকারী লোক দরকার। সরাসরি প্রেসিডেন্ট এর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যাক্তি ছাড়া তো এমন গুরু দায়িত্ব কেউ কাঁধে তুলে নিতে পারে না।

আচ্ছা আপনি কি এ দেশের রাজা বা মহমন্ত্রী বা এই টাইপের কিছু?

না বাছা আমি সাধারণ একজন মুসলিম। তবে যে কোনো মুসলিম কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারে। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ. يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ

মুসলিমদের রক্ত সমান আর তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের ব্যাক্তিও কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারে।

চমৎকার! কতো সুন্দর আর সহজভাবে এতো জটিল বিষয়ের সামাধান হয়ে গেল!

নিজের অজান্তেই বলে ওঠেন আব্রাহাম লিংকন।

বৃদ্ধের পিছু পিছু হাটতে থাকে দুজন। মাটির সরু রাস্তা ধরে প্রায় ঘন্টাখানেক হাটাহাটির পর যে এলাকাতে তারা পৌছায় সেটিতে গোটা কয়েক ঘরবাড়ি চোখে পড়ে। অসম্ভব পরিপাটি করে তৈরী করা হয়েছে বাড়িগুলো। খেজুর পাতার বেড়া দিয়ে এমনভাবে ঘিরে দেওয়া হয়েছে যে একটা ইদুরও ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম

হবে না। এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে এক পবিত্র নির্দেশের ফল।

{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: ৩৩]

হে মেয়েরা তোমরা বাড়িতে অবস্থান করো আর জাহেলীযুগের মতো রাস্তাঘাটে বিচরণ করো না। সলাত কায়েম করো যাকাত দাও আর আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য করো।

(সূরা আহযাব/৩৩)

রাস্তায় দুএকজন আরব পুরুষের সাথে দেখা হয়ে যাচ্ছিল। তারা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল দুজন আগন্তুকের দিকে।

আস-সালামু আলাইকুম সুলাইমান ইবনে তোহামা। এরা কারা?

ওয়া আলাইকুমুস সালাম। এরা আমার মেহমান।

একজন প্রশ্ন করার পর বাকিরা যে যার পথে পা বাড়ায়।

রাস্তাটি একটি ছোট আকৃতির বাজারে এসে ঠেকে। প্রায় গোটা পঞ্চাশেক দোকান গোল হয়ে ঘিরে আছে একটি ছোটো ময়দানকে। শ কয়েক লোক এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছে। দোকানীরা যে যার কাজে ব্যাস্ত। এর মাঝে ঘোড়ায় চড়ে একদল সসস্ত্র লোক আগমন করে। তারা যে সেনাবাহিনীর লোক তা সহজেই বুঝা যাচ্ছিল। তারা সতর্ক দৃষ্টি ফেলে বাজারের বিভিন্ন প্রান্তে। বাজারে এমন কোনো আকর্ষণীয় বস্তু ছিল না যা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। আব্রাহাম লিংকনের মন মগজে ভয়ের সঞ্চার হয়। সান্টু কিন্তু ভয়কে প্রাধান্য দেয় না। প্রিয় আরব ভূমিতে বাকিটা সময় জেলে কাটিয়ে দিতেও কোনো আপত্তি নেই তার। তবে জেলের বাইরে অবস্থান করে চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখে বেড়ানোটা যে বেশি আনন্দদায়ক তাতে কে সন্দেহ করবে! সান্টুর নজর ছিল সসস্ত্র লোক গুলোর দিকে। তাদের প্রত্যেকে প্রায় গাছের সমান উচু আর সুঠাম দেহের অধিকারী। খাটি আরব হলে যেমনটি হয়। সরু নাকগুলোর আগা থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছিল। সেই নাকগুলো তীরের মতো চারিদিক ঘুরতে ঘুরতে সান্টুদের দিকে এসে থেমে গেলো। তাদের দেখা মাত্র ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাকালো। আব্রাহাম লিংকনের প্রাণ বায়ু যখন ওষ্ঠাগত হয়ে গেছে ঠিক সে সময় বৃদ্ধ লোকটি তার বাম হাত ধরে একটান দিয়ে

তাকে নিয়ে একটি উঁচু স্থানে উঠে পড়লেন।

ওহে মুসলিমরা, আমার কথা শোনো! আমি সুলাইমান।

বাজারের সমস্ত লোকেরা তাদের কাজ ফেলে ফিরে তাকালো সুলাইমান ইবনে তোহামার দিকে। ঘোড় সওয়াররাও তাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকল মধ্যাহ্নের ঠিক পূর্বে সুলাইমান ইবনে তোহামার নিকট হতে নতুন কোনো খবর শোনার জন্য।

এই ব্যাক্তির নাম ইবরাহা লাংকান। সে একজন খৃষ্টান সে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায়। আমি সুলাইমান ইবনে তোহামা তাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি।

খবরটি শোনার পর আবার যে যার কাজে মন দিল। ঘোড় সওয়াররাও ফিরে গেল।

আব্রাহাম লিংকন এবার চরম প্রশান্তি অনুভব করলেন। একজন বৃদ্ধ যে প্রধান মন্ত্রী নয়, সাধারণ কোনো মন্ত্রীও নয় তার কথায় যে রাষ্ট্রে নিরাপত্তা পাওয়া যায় সেখানে কোনো অবিচার হতে পারে না।

কিন্তু আপনি এই যুবকের জন্য নিরাপত্তার ঘোষণা কেনো দিলেন না?

তার আবার কিসের নিরাপত্তা ঘোষনা? সে তো মুসলিম। সে যে কালিমা পড়ে সেটাই তার নিরাপত্তার ঘোষণা।

সে কি কালিমা পড়ে?

সে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রসুল। এই কলিমার সাক্ষ্য যারা দেয় তারা মুসলিম। তার সম্পদ ও জীবন আমাদের নিকট নিরাপদ। তার জন্য অন্য কোনো নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যারা কফির তারা আমাদের শত্রু। হয়তো কর দিয়ে নতুবা কোনো মুসলিমের পক্ষ হতে নিরাপত্তার মাধ্যমে ছাড়া তাদের সম্পদ ও মাল নিরাপদ নয়।

এই প্রথম আব্রাহাম লিংকনের নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হয়। এই যুবক যার বয়স ও বুদ্ধি এখনও কাচা সে কি আব্রাহাম লিংকনের মতো পক্ক মস্তিষ্কের বর্ষিয়ান নেতা অপেক্ষা বেশি সম্মানিত! প্রকৃত পক্ষে অমুসলিমদের মাঝে এধরণের হিনমন্নতা সৃষ্টি করাই ইসলামী রাষ্টের কাজ কেননা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন কৌশলে সমস্ত মানবতাক ইসলামের ভিতরে প্রবেশ করানোর মহান উদ্দেশ্যে। ইসলামী রাষ্ট্রে

যদি মুসলিম আর অমুসলিমরা সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে তাহলে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করবে কিভাবে?

৩

বৃদ্ধ হেটে চলেছে বিরতিহীন। তিনি মরুর সন্তান। অন্যান্য মরুবাসীদের মতই নগ্ন পায়ে তপ্ত বালির উপর ক্রশের পর ক্রশ অতিক্রম করা তার প্রতিদিনের অভ্যাস। তিনি কিভাবে বুঝবেন তার পিছনে যে দুজন ভীনদেশী হেটে আসছে তাদের পক্ষে এক কিলো বা দু কিলো পথ পাড়ি দেওয়া জীবনকে দেহ ছাড়া করার নামান্তর।

সান্টুর পাদুটি ক্লান্ত হয়ে গেছে। আব্রাহাম লিংকন কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছেন না। মনে হচ্ছে আর মানস জগতে ভিন্ন চিন্তা খেলা করছে। এ অবস্থা বেশিক্ষণ সহ্য করতে হলো না। যে সময় সূর্য পশ্চিমে বেশ কিছু হেলে যায় এবং জোহরের সলাতের সময় প্রায় শেষ হওয়ার মতো অবস্থা হয় সেই সময় বৃদ্ধ ক্ষ্যান্ত হলেন। একটা খেজুর বাগানের যে স্থানে একটি পানির হ্রদ ছিল সেখানে স্থীর বসে পড়লেন। সান্টুরাও বসে পড়ে। ইচ্ছা করছিল বালি আর ঘাসের ভিতর গড়গড়ি দিতে কিন্তু নিয়ম বিরুদ্ধ হয় কিনা সেই ভয়ে তা আর করা হলো না।

তাড়াতাড়ি করো বাছা জোহরের ওয়াক্তের সময় প্রায় শেষের দিকে।

বলতে বলতে হ্রদের দিকে নেমে যান মুরুবাসী আরব বৃদ্ধটি। ছপ ছপ করে হ্রদ থেকে পানি তুলে নিজের গাঁয়ে হাতে মাখতে থাকেন। পানির শব্দ শুনে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে সান্টুর। নেমে গিয়ে ওযু করে আসে। সেসময় আর একজন বৃদ্ধ হাজির হয়।

আস-সালামু আলাইকুম। আপনারা কারা?

ওরা আমার মেহমান হে ইবনে নাজ্জার।

আরে সুলাইমান ইবনে তোহামা যে? সলাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ বুঝি?

হ্যা। ঠিকই ধরেছো। সময় প্রায় শেষ হতে আসল কিনা।

তা বলেছো ঠিক। আমিও তোমাদের সাথে সলাত পড়বো। একটু অপেক্ষা করো।

সুলাইমান ইবনে তোহামা সামনে এগিয়ে গেলেন। সান্টু আর নতুন আগন্তুক তার পিছনে দাড়ালো। খেজুর গাছের শিতল ছায়ার নিচে বালিতে মাথা রেখে সমগ্র বিশ্বের

সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে সাজদা করার মজা সম্পূর্ণ আলাদা। সলাতের ইমাম, বৃদ্ধ ব্যাক্তিটি নিশ্চয় একই মজা অনুভব করছেন কেননা তিনি সাজদায় এতো সময় ব্যায় করছিলেন যে মনে হচ্ছিল সলাতের কথা ভুলে গেছেন। সলাত শেষ হলে তাদের মধ্যে খোশ গল্প শুরু হয়ে যায়।

সুলাইমান। তোমার এ মেহমান সলাত পড়েনি কেনো?

নাজ্জারের বেটা, সেতো খৃষ্টান আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। সে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাই। আল্লাহ বলেছেন যেসব মুশরিকরা ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাই তাদের আশ্রয় দাও। তুমি কি সূরা তাওবার এই আয়াত পড়োনি?

হ্যা, নিশ্চয় পড়েছি। যে আমি প্রতি তিন দিনে একবার কুরআন খতম দিই তুমি কি বলতে চাচ্ছো এই আয়াত আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে?

সুলাইমান হাসেন। মরুভুমির বালিকনার মতই ধবধবে সাদা দাতগুলো প্রকাশিত হয়। সেসময় আরো একবার সালাম শোনা যায়। একজন অল্প বয়স্ক বালককে কাঁধের উপর একটা চামড়ার থলে বহন করে হ্রদের দিকে দ্রুত পায়ে হেটে আসতে দেখা যায়।

আজ সারাটা দিন আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি। কি যে ভুগান্তি হয়েছে আমার।

এই ছেলে, মিথ্যা বলোনা। তুমি কি আমাদের চেনো যে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে? শিশুসুলোভভাবে বলে ওঠেন বৃদ্ধ আরব।

নয় তো কি? আমার বাবা মানত করেছে পর পর সাতদিন ৪ জন মুসাফিরকে উটের সদ্য দোহন করা দুধ খাওয়াবেন। আর এই বিরক্তিকর দায়িত্ব তিনি আমার উপর ফেলেছেন। আমি সেই সকাল থেকে অপেক্ষা করছি পথে কাউকে পাওয়া যায় কিনা। শেষে না আপনাদের পেলাম।

ইবনে নাজ্জার যথেষ্ট জ্ঞানী ব্যাক্তি। বালকের দিকে চেয়ে বলেন,

এ কাজকে বিরক্তিকর বলো না হে বালক। এটা সম্মানের কাজ। অতিথী আর মুসাফিরদের ঠাণ্ডা দুধ পান করানো যে কতো সওয়াবের কাজ জানলে তুমি সারজীবন কেবল এই কাজই করে যেতে। তুমি যা বলেছো তার জন্য তওবা না করলে আমরা তোমার দুধ পান করবো না।

হ্যা আমি তওবা করছি। তওবা করতে আমি কেনো আপত্তি করবো আমি কি মুসলিম নই!

এই প্রথম শব্দ করে হাসেন সুলাইমান। তার সাথে পাল্লা দিয়ে হাসেন ইবনে নাজ্জার।

এই বালকটি দেখি ভীষণ চটপটে। কি নাম তোমার?

বালকটি সুলাইমানের দিকে তাকায়,

আমার নাম সা'দ ইবনে জাবির।

জাবির? কোন জাবির? ওহে ইবনে নাজ্জার একি জাবির ইবনে ফুদালা?

ইবনে নাজ্জার উত্তর দেয় না। কেবল ফিরে তাকায় সুলাইমানের দিকে পরে দুজনেই আবার তাকায় সাদ নামের এই বালকটির দিকে।

আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার বাবার নাম জাবির ইবনে ফুদালা।

তোমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অশেষ কল্যাণ নেমে আসুক হে বৎস তুমি তো উত্তম পরিবাবের নেক সন্তান। যাও তোমার উষ্ট্রী হাজির করো আমি নিজ হাতে তা দোহন করবো পরে আমরা চারজন তা পান করে তোমার বাবার মানত পুরা করবো। শুধু তোমার বাবাকে বলবে সুলাইমান ইবনে তোহামা আজ আপনার দুধ পান করেছেন দেখবে কেমন খুশি হয়।

সুলাইমান ইবনে তোহামা? আমার বাবাতো প্রায়ই আপনার কথা বলেন। কি ভীষণ বিপদ থেকেই না আপনি তাকে বাচিয়েছিলেন!

বালকটি আর দেরি করে না চামড়ার পাত্রটিতে পানি ভর্তি করে ফিরে যায়। যাওয়ার সময় অতিথিদের বারবার অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করে যায়।

সুলাইমান এবার অনেক পুরোনো দিনের স্মৃতি মঞ্চায়ণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন।

ওহে ইবনে নাজ্জার! তুমি কিভাবে জানবে কি ঘটেছিল। দেখো, আমি তখন ২৭ বছরের টগবগে যুবক। আমার শরীরে ৩ জন মানুষের শক্তি ছিল। সাত জন মিলেও আমার সাথে লড়তে সাহস করতো না। বুঝেছো? লোকে বলতো,

ইবনে তোহামা মানুষ না জ্বিন তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

ইবনে নাজ্জার হাসতে হাসতে মাথা নাড়েন। বোঝা যায় তিনি এসব কাহিনী পূর্ব হতেই অবগত। তার দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুলাইমান আবার শুরু করেন,

জাবির ইবনে ফুদালা তখন আমার বাড়ির পাশে বসবাস করতো। আমাদের বাড়ি ছিল পাহাড়ি এলাকাতে। সে তখন খৃষ্টান ছিলো। তার সাথে আমার কোনো বন্ধুত্ব ছিল না। শুধু প্রতিবেশী হিসাবে যতটুকু খোঁজ খবর নিতে রসুলুল্লাহ (সঃ) আদেশ করেছেন তাই করতাম। তুমি কি জানো না যে, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা নিষেধ?

ইবনে নাজ্জার মাথা নাড়েন তিনি জানেন। ইসলাম সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান।

আচ্ছা ইবনে নাজ্জার বলোতো, অমুসলিমদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে আবার তাদের সাথে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করতে বলা হয়েছে এর অর্থ কি?

দেখো সুলাইমান, যদি তুমি তোমার স্ত্রীর উপর কোনো কারণে রেগে যাও তবে তুমি কি তাকে না খাইয়ে রাখো বা পোশাক বিহীন উলঙ্গ অবস্থায় রাখো?

তা কি করে হয় হে ইবনে নাজ্জার? এ কি কোনো সম্ভ্রান্ত পুরুষ করতে পারে!

তাহলে তুমি তখন কি করো?

আমি পূর্বের মতই তার খাবার ও পোশাকের ব্যাবস্থা করি। কিন্তু তার সাথে মেলামেশা করি না ফলে সে বুঝতে পারে আমি তার উপর রাগ করেছি।

ইবনে নাজ্জার হাসেন।

যে কাফির আল্লাহকে অস্বীকার করে বা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে সে কি সবচেয়ে বড় অপরাধী নয়? সে কিভাবে তোমার বন্ধু হতে পারে? তার প্রতি কিছু ন্যায় সঙ্গত আচরণ করা বা তাকে খাবার খাওয়ানো যাবে বটে কিন্তু তার সাথে এতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে যে তুমি তাকে ভালবাসো না বা পছন্দ করো না বরং তুমি তার উপর রেগে আছো। যে তোমার বাবাকে গালি দেয় সে তোমার যতই উপকার করুক তুমি কি তাকে ভালবাসতে পারো? যে একাধিক ইলাহতে বিশ্বাস করে সে তো আমাদের মহান রবকে গালি দেয়। তাকে আমরা কিভাবে ভালবাসতে পারি বা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারি?

তুমি ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানী হয়ে গেছো ওহে হাবীব ইবনে নাজ্জার।

সুলাইমান ভীষণ খুশি হন। তিনি আবার নিজের কাহিনীতে ফিরে আসেন।

দেখো হাবীব। জাবিরকে আমি ভালবাসতাম না তাকে আমি এড়িয়ে চলতাম। তবে প্রয়োজনের সময় সাহায্য সহযোগীতা করতাম। একদিন খুবই মারাত্মক একটা কাজ করে ফেললাম। তুমি কি খয়সামা কে চেনো?

সুলাইমান। তুমি কি ঐ ডাকতটার কথা বলছো যাকে তুমি হত্যা করেছিলে?

হ্যা। তুমি দেখি সবই জানো।

জানবো না আমি যে তখন আল-জাবালিয়ার বড় মসজিদের ইমাম ছিলাম । তুমি বলতে থাকো তোমার মুখেই কাহিনীটি সম্পূর্ণ শুনি।

চাঁদ যেসব দিন আকাশে সমান্য সময়ের জন্যও উদিত হয়না। চারিদিক মাথার চুলের মতো ঘন কালো আধারে ঢাকা থাকে। সেই সব দিনেরই কোনো একদিন খয়সামা তার বাহিনীসহ জাবিরের বাড়িতে আক্রমন করে। জাবিরকে এখন যেমন দেখো তখনও এমনই ছিলা। চাষাবাদ ছিল, উট ছিল। তার তিন স্ত্রী অলংকারের ভারে ঠিকমতো চলতে ফিরতে পারতো না। পাড়া প্রতিবেশী অন্যান্য খৃষ্টানরা তাকে হিংসা করতো তবে বেশিরভাগ মুসলিমই তাকে দেখে বলতো,

{زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [البقرة: ٢١٢]

কাফিরদের জন্য দুনিয়ার জীবনকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে আর তারা মুমীনদের দেখে তামাশা করে। অথচ কিয়ামতের দ্বীন মুত্তাকীরাই তাদের উপরে থাকবে।

{বাকারা/১২১}

তখন আমাদের এলাকাতে খৃষ্টানের সংখ্যায় ছিল বেশি। আমার বাড়ির পর হতে অবশ্য বেশ কিছু মুসলিম পরিবার বসবাস করতো। জাবির যখন চিৎকার করে উঠলো তখন আমিই প্রথম শুনতে পাই। আমি তরবারী হাতে দ্রুত বের হয়ে পড়ি। আল্লাহর মর্জি যে জাবিরের বাড়ি হাজির হওয়ার পরই আমি খয়সামাকে হাতের নাগালে পেয়ে যায়। সে আমাকে দেখা মাত্র বলে ওঠে,

আবু যাইদ আমি তো খয়সামা, আমি তোমার মামার বংশের আত্মীয়, আমি তো মুসলিম।

কিন্তু তুমি তো জানো কোনো মুসলিম বা নিকট আত্মীয়কে অন্যায় কাজে সাহায্য

করা ইসলাম সমর্থন করে না। আমি তাকে কোনোরুপ সুযোগ না দিয়ে তরবারীর এক আঘাতে হত্যা করে ফেলি। তার দেহ দুখণ্ডিত হয়ে দুদিকে ছিটকে পড়ে। অন্যান্য ডাকতরা পালিয়ে যায়। তুমি কি আমার কথা অবিশ্বাস করছো হে ইবনে নাজ্জার?

সুলাইমান। তুমি এ কি কথা বলছো? তোমাকে অবিশ্বাস করে এমন কোনো লোক পৃথিবীতে আছে? তাছাড়া এ কাহিনী তো আমি আগেও শুনেছি। পরে আমীরুল মুমিনীন তোমাকে এর জন্য আল-জাবালিয়্যার সেনাসদস্যদের প্রধান করতে চেয়েছিল তাও আমি জানি। কিন্তু তুমি নেতৃত্ব কর্তৃত্ব থেকে সব সময়ই পিছিয়ে থেকেছো। যাই হোক পরে জাবির কিভাবে মুসলিম হলো?

এই ঘটনার পরও আমি জাবিরের সাথে আগের মতই আচরণ করতাম। তার সাথে সদাচরণ করতাম কিন্তু গাঁ এলিয়ে দিয়ে মিশতাম না যেমনটি তুমি বললে। তুমি কি জানো না যে ইসলাম সম্পর্কে আমিও পড়াশুনা করি?

নিশ্চয়। এই হাবীব ইবনে নাজ্জার তো তোমারই মুখাপেক্ষী হে সুলাইমান।

বেশি প্রশংসা করো না বন্ধু। শুধু এতটুকু জেনে রাখো যে একদিন জাবির আমার নিকট এসে মিনতি করে বলল,

চাচা, আমি আপনাকে ভালবাসী, ভীষণ শ্রদ্ধা করি। আপনিও সবসময় আমার উপকারই করেছেন কিন্তু আমি লক্ষ করি আপনি আমার সাথে মন খুলে মেশেন না। আমি কি করলে আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন?

আমি বললাম,

দেখো জাবির, যদি তোমার বাবাকে কেউ গালি দেয় তবে সে কি তোমার বন্ধু হতে পারে?

চাচা আপনি এ কি বলছেন? আল্লাহ আমার উপর সাত আসমান হতে গজব অবতীর্ণ করুক আমি কি আপনার বাবাকে কখনও গালি দিতে পারি?

তুমি কেবল বলো কেউ কারো বাবাকে গালি দিলে সে তার বন্ধু হতে পারে কিনা।

না চাচা। বাবাকে গালি দিলে তাকে কিভাবে বন্ধু মনে করা যেতে পারে! তাকে কিভাবে ভালবাসা যেতে পারে!

দেখো আমার নিকট আল্লাহ ও তার রসুল আমার মাতা পিতা বা সন্তান অপেক্ষা

বেশি প্রিয় তুমি তো আল্লাহর সাথে শিরক করো তুমি তো আল্লাহর রসুল মুহাম্মাদ (সঃ) কে মিথ্যাবাদী মনে করো তোমার সাথে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক কিভাবে বৈধ হতে পারে!

ইবনে নাজ্জার, বিশ্বাস করো তখনই সে লা ইলাহা ইল্লাহ পড়ে মুসলিম হয়ে যায়। তার পর আমার সাথে তার গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। পরে সে তার পরিবার সহ জাবালিয়া থেকে হিজরত করে জুনুবে চলে যায়। এখন সে একজন দানশীল বিশ্বাসী মুসলিমে পরিনত হয়েছে। এখনও দেখা হলে বলে,

চাচা আপনি আমাকে ডাকাতের হাত থেকে বাচিয়ে যে উপকার করেছেন তার চেয়ে বড় উপকার করেছেন জাহান্নাম থেকে বাচিয়ে।

কাহিনী শুনে অবিভূত হয়ে যায় সান্টু তার কেবলই মনে হতে থাকে একজন কাফিরের সাথে মুসলিমের ব্যবহার এমনই হওয়া উচিত। যাতে সে বুঝতে পারে কাফির হওয়ার কারণে মুসলিমটি তার উপর বেজার। এমন না হলে সে নিজেকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে কেনো?

আব্রাহাম লিংকন একটা নোট খাতাতে দ্রুত হাতে কিছু লিখে নিচ্ছিলেন। দুজন আরব বৃদ্ধের আলোচনার মধ্যে তিনি অনেক জ্ঞানের কথা খুঁজে পেয়েছেন। সান্টু গলা উঁচু করে দেখার চেষ্টা করে তিনি কি লিখছেন। তিনি অনেক কিছু লিখছেন। একের পর এক লিখে যাচ্ছেন কিন্তু লিখছেন ইংরাজীতে। এখন কষ্ট করে ইংরাজী পড়ার মতো মন মানসিকতা সান্টুর নেই। সে বাংলায় লিখতে শুরু করে। মাথা নুইয়ে একের পর এক লিখতে থাকে সান্টু।

সাদ ইবনে জাবির উষ্ট্রি হাকিয়ে নিয়ে উপস্থিত হলো। তার যে একটু দেরি হয়েছে এটা সে বুঝতে পেরেছে।

আমাকে ক্ষমা করবেন। এই উষ্ট্রীটি পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমাদের রাখালরা সলাত পড়ছিল। আমি আগেই সলাত পড়ে নিয়েছিলাম কিন্তু ওরা আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে যেয়েই এই কাণ্ডটা ঘটেছে।

তেমন কিছুই ঘটেনি কেবল যদি এখন সময় নষ্ট না করো।

বলতে বলতে উঠে যান সুলাইমান। নিজে হাতে উটের দুধ দোহন করেন। চামড়ার থলিতে ভরে সেই দুধ পরিবেশন করা হয়। দুধের মালিক হিসাবে ছোট বালকটিই এই গুরুদায়িত্ব পালন করে। একবার এর কাছে অন্য বার আর একজনের কাছে দুধ

বহন করে নিয়ে যায় সে। এতটুকু বয়সে তার দায়িত্বশীলতা দেখে অবাক হয় সান্টু। আরো আবাক হয় যখন সে সুলাইমানের দিকে ফিরে বলে,

বাবা যদি শোনেন আপনার সাথে দেখা হয়েছিল আর আমি আপনাকে বাড়িতে নিয়ে যায়নি তবে কিন্তু আমার চামড়া তুলে ফেলবেন। আপনারা সকলে চলুন আমাদের বাড়িতে।

না বৎস তা কিভাবে হয়? তোমাদের বাড়ী তো দক্ষিন দিকে। ওদিকে এখন গেলে আমাদের আজ আর বাড়ি ফেরা হবে না। তাছাড়া তোমার কচি হাতের মেহমানদারী তো আমরা উপভোগ করলাম বলে হেসে ওঠেন সুলাইমান। সাদ ইবনে জাবির আর তার উষ্ট্রীকে রেখে রওয়ানা হয় সবাই। ইবনে নাজ্জার ভিন্ন পথ ধরেন। তিনজন আবার চলতে থাকেন মধ্যাহ্নের পর যেভাবে চলেছেন সেভাবে।

বৃদ্ধ নগ্ন পায়ে হাটছিল। সান্টু এবার নিজের জুতা খুলে ফেলে। মরুভুমির বালি উত্তপ্ত লোহার মতই গরম। এখন পড়ন্ত বিকাল হলেও পিছনের কয়েক ঘন্টা একটানা রোদ শোষন করেছে বালি কনাগুলো। বালির উপর খালি পা রাখার সাথে সাথে এক বিরক্তিকর যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত পৌছানোর পূর্বেই সে বিরক্তি পরম প্রশান্তিতে রুপান্তরিত হচ্ছে। খালি পায়ে মরু উত্তাপ উপভোগ করে একপ্রকার অযৌক্তিক আত্মিক প্রশান্তি লাভ করছে সান্টু। বাকি পথটুকু সে এভাবেই চলতে চায়। এ যে রসুলুল্লাহর আরব।

৪

মরু আরবের প্রথম সকাল। ফজরের সলাতের পর হতে শিতল বালুতে হাটাহাটি করতে থাকে সান্টু। তার পিছনে ছায়ার মতো লেগে আছেন আব্রাহাম লিংকন। এখানে কোথাও একা বসে থাকা পছন্দ হচ্ছে না তার। হঠাৎ সান্টুর চোখ পড়ে পূর্ব দিকে। আরবী মাসের প্রথম তারীখে যেরকম খণ্ডিত চাঁদ উদিত হয় পূর্ব দিক থেকে সেভাবে সূর্য উঠতে দেখা যায়। যেনো মনে হচ্ছে বালি ফুড়ে উঠে আসছে একটি আলোক বার্তিকা। চমৎকার অনুভূতি। সান্টু সেদিকে অপলোক তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় সুর্য বৃত্ত সেই সাথে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সোনালী আলো। আশে পাশে সবুজ গাছ থাকলে নিশ্চয় আরো সুন্দর লাগতো। বহু দূরে সারি সারি খেজুর গাছ দেখা যায়। কতো দূর তা বোঝা যাচ্ছেনা ঘন্টা-দুয়েকের পথও হতে পারে। সান্টু সেদিকে রওনা হয়। আব্রাহাম লিংকন তার পিছু নেন। মাঝ পথে

এসে বোঝা যায় খেজুরবাগানটি আসলে অনেক দূরে। ফিরে যেতে ইচ্ছা হলেও সে ইচ্ছাকে আমলে না দিয়ে সামানে চলতে থাকে দুজন। বেশ কিছুক্ষণের পরিশ্রমের ফলে তারা বাগানটিতে পৌছায়। একজন অতি বৃদ্ধ লোককে দেখা যায় সেখানে।

আস-সালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন?

সান্টু বিশ্ময়ের সাথে উত্তর দেয়। এই বৃদ্ধ কি তাদের চেনে নাকি?

আপনারা তো সুলাইমান ইবনে তোহামার মেহমান তাই না?

আপনি কিভাবে চিনলেন?

গতকাল বাজারে যখন সে আপনাদের নিরাপত্তার ঘোষণা করছিল তখন আমি সেখানেই ছিলাম।

আপনি ভুল বললেন, কেবল একজনের নিরাপত্তা ঘোষণা করা হয়েছিল। আমি তো মুসলিম, আমার নিরাপত্তা কিসের!

সান্টুর খুব গর্ব অনুভূত হয়।

ও হ্যা। আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন। কেবল তড়িঘড়ির কারণে মুখ থেকে বের হয়ে গেছে কথাটি। আমাকে ক্ষমা করো বাছা।

সান্টু অবাক হয় এই বৃদ্ধ আরব যে ব্যাপারটিকে এতো গুরুত্বের সাথে নেবেন তা সে বুঝতে পারেনি।

তা আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?

কেবল হাটাহাটি করছি।

আসুন আরামের সাথে বসুন আমার বাগানে। আপনাদের সাথে কথা বলে পরিতৃপ্ত হই। কতো দূর থেকে এসেছেন আপনারা!

বহু দূর থেকেই বটে। কিন্তু কতো দূর থেকে তা এই মরুবাসী আরব কল্পনাও করতে পারবে না। সান্টু মনে মনে ভাবে, আবার কি সেখানে ফিরে যাওয়া হবে যেখান থেকে তারা এসেছে? ফিরে যাওয়ার কথা মনে হতেই সান্টুর বুকের ভিতর ধক করে ওঠে। কখনও এই সোনালী প্রান্তর ছেড়ে যাবে না সে।

বসতে না বসতেই বৃদ্ধের চাকর টাটকা খেজুর আর উটের সদ্য দোহন করা দুধ হাজির করে। এখানে এই দুটি খাবারকেই সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু মনে করা হয়।

আপনারা আজ আমার বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করুন। আমি সুলাইমানের নিকট লোক পাঠিয়ে বলে দিচ্ছি আপনারা আমার নিকট আছেন। সে যদি শোনে আপনারা খয়সামা ইবনে জুনদুবের অতিথী হয়েছেন তবে খুশিই হবে।

না জনাব। একটি বিশেষ কাজ রয়েছে। তিনি আজ আমাদের নিয়ে জাবালিয়ার আমীরের সাথে দেখা করবেন। আমরা কি উদ্দেশ্যে এসেছি এটা তাকে খুলে বলে ফয়সালা নেবেন। আমীরকে না জানিয়ে বেশি সময় অপেক্ষা করা তিনি পছন্দ করছেন না।

ঠিক আছে তাহলে।

বৃদ্ধ হাল ছেড়ে দেয়।

ফিরে এসে দেখা যায় যাত্রার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ। তিনটি উটকে পরিপূর্ণভাবে সাজানো হয়েছে প্রায় ৩ মঞ্জিল দুরে আমীরের দরবারে যাওয়ার জন্য। সান্টুরা রওনা হয়ে যায়। সুলাইমান ইবনে তোহামা এখনি এতো লম্বা সফরের জন্য প্রস্তুত নন। তিনি তার এক পুত্রকে পাঠাচ্ছেন পথপ্রদর্শক হিসাবে। তার বয়স প্রায় ২৭ বছর, নাম আবু শামা।

গমের আটার মতো ধবধবে সাদা বালুর উপর দিয়ে ধীর কদমে চলতে থাকে উটগুলো। উটের তালে তালে আবু শামা গান করতে থাকে। পথের মধ্যে কোনো পানির হ্রদ বা খেজুর বাগান দেখা যায় না। চারিদিকে চোখ মেলেও কোনো লোকালয়ের হদিস মেলেনা কেবলই বালি আর বালি। যাত্রার মাঝে সেই পাহাড়টিকে দেখা যায় যার কারনে এই এলাকার নাম আল জাবালিয়া বা পাহাড়ী আঞ্চল। এটির উচ্চতা খুব বেশি নয়। তবে মরুভুমীর বুকে এর গুরুত্ব অনেক। পথিক বহু দূর থেকে এই পাহাড়কে দেখে পথ নির্ণয় করে। মরুভূমীর বুকে পথের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া একটা আলাদা দক্ষতার ব্যাপার।

চলতে চলতে কখনও কখনও বিভিন্ন দিকের যাত্রীদের সাথে দেখা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে সসস্ত্র সৈন্যও দেখা যায় কয়েকটা। কারো কারো সাথে সালাম বিনিময় হয়, কিছুক্ষণ একসাথে গল্পগুজব করে পথ এগিয়ে নেওয়া হয় পরে যে যার রাস্তা ধরে হারিয়ে যায়। হতে পারে এটাই তাদের প্রথম ও শেষ সাক্ষাত।

ওই যে, আল-কায়েস ।

আবু শামা যেদিকে ইঙ্গিত করে সান্টু সেদিকে চোখ ফিরাই। দেখা যাচ্ছে বটে তবে

বহু দূরে। চিকন সুতার মতো একটি কালো দাগ ছাড়া লোকালয়ের কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পরিচিত কেউ ছাড়া এতো দূর থেকে অনুমান করতে সক্ষম হবে না যে ওটি আল-কায়েস এলাকা। ধীরে ধীরে স্পষ্ট প্রকাশিত হয় বহু লোকের আগমন ও প্রত্যাগমণ স্থল আল-কায়েস। দক্ষিন আঞ্চলের আমীরের দরবার এই এলাকাতেই অবস্থিত। আল-জাবালিয়া, আল-জুনুব, সাইলান, আল-কায়েস ইত্যাদি এলাকার উপর আমীরুল মুমিনীন এর পক্ষ হতে কর্তৃত্ব পেয়েছেন মাতরাবা ইবনে মিরবাদ। তিনি খলীফার প্রিয়ভাজনদের একজন। আবু শামা এখন সান্টুদের তার দরবারেই নিয়ে যাচ্ছে।

চিন্তার বিষয় হলো আমীরকে দরবারে পাওয়া যায় কি না। যদি তিনি সফরে বের হয়ে থাকেন তবে তার সাক্ষাতের জন্য তিন দিন বা এক সপ্তাও অপেক্ষা করতে হতে পারে। বেশিরভাগ সময়ই সফরে থাকেন তিনি।

কোথায় যান, শিকারে বের হন নিশ্চয়?

আব্রাহাম লিংকনের এই ধারণার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। পূর্বের রাজাদের যত সফরের কাহিনী পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই শিকার কহিনী।

শিকার? আমীরুল মুমিনীন কি তাকে শিকার করার জন্য দক্ষিনাঞ্চলের আমীর নিয়োগ করেছেন?

আমীরের দরাবারে পৌছিয়ে সত্যি সত্যিই হতাশ হতে হলো। আমীর অনুপস্থিত। তিনি এখন সাইলানে। সেখানে কি একটা বিবাদ হয়েছে তার মিমাংসা করতে গেছেন। কাল অথবা পরশু নাগাদ আল-কায়েসে পৌছাবেন বলে আশা করা যায়। তবে সে আশাও খুব বেশি প্রকট নয়। এ কদিন দরবারের অতিথীশালায় অবস্থান করতে হবে সকলের। এটা যে দরবার তা লোকমুখে না শুনলে বোঝা যাবে না। জাকজমকের কোনো বালায় নেই। কেবল একটি মসজিদ আর তার সামনে একটি পুকুর। মুসলিম অতিথীরা মসজিদে অবস্থান করেন আর অমুসলিমদের জন্য অদুরেই আর একটি ঘর নির্মান করা হয়েছে। মসজিদের গায়ের সাথে গা লাগিয়ে দাড়িয়ে আছে আমীরের ভবন। ভবন তো নয় বরং একটা কুটির। শুধু আমীর এখানে থাকেন তাই এই ভবটির এতো মূল্য তা না হলে রাস্তার ভিক্ষুকও সেদিকে ফিরে তাকাতো বলে মনে হয় না।

কি আশ্চর্য ! এই কি আমীরের ভবন?

ভিতরে গেলে আরো অবাক হবেন। কোনো আসবাবপত্র নেই কেবল একটা খেজুরের বিছানা পেতে দেওয়া হয় তার উপর বসে যাবতীয় বিষয়ের মিমাংসা করেন আমীর।

একটা কাঠের আসন বানিয়ে নেওয়া যায় না?

সর্বনাশ! সাথে সাথে আমীরুল মুমীনিন তাকে ডেকে পাঠাবেন। পদচ্যুত তো বটেই সাথে কঠিন শাস্তি বা অন্তত ঝাঝালো তীরস্কার। মুসলিমদের সম্পদ নিজের আরাম আয়েশের পিছনে ব্যায় করার জন্য কি আর একজনকে আমীর করা হয়? আপনি কি জানেন না, আমীরুল মুমিনীন, খলীফাতুল মুসলিমীন, যার ভয়ে ধরা পৃষ্ঠে কম্পন সৃষ্টি হয় তিনি নিজেই এক খণ্ড খেজুরের বিছানাতে বসে রাজ্য পরিচালনা করেন। এখানকার নিয়ম হলো দায়িত্ব পাওয়ার পর মানুষ আগের চেয়ে দরিদ্র হয়ে যায়। আগের চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যায়। নিজের সম্পদ ব্যায় করেও পেট ভরে খেতে ভয় পায়।

ওহ! সুন্দুর, খুবই সুন্দর। কেবল স্বপ্নেই এমন সম্ভব।

কিন্তু ইসলাম সেই স্বপ্নকে বহুবার বাস্তবে রুপ দিয়েছে। ইতিহাস যার অজানা নয় সে এটা স্বীকার করে।



পরের দিন ফজরের সলাতের সময় ভীষণ অবাক হতে হলো। মসজিদে এতো বেশি লোক সমাগম হলো যে কয়েকবার পালাক্রমে সলাত আদায় করতে হলো। কেউ কেউ বাইরে ফাকা ময়দানে সলাত আদায় করলো।

কাল ঘুমানোর আগেও তো এরা ছিল না। রাতের মধ্যে এরা এলো কোথা থেকে? এর কিই বা চাই?

সান্টু প্রশ্ন করে আবু শামাকে।

এরা যোদ্ধা। কাবালী এলাকাতে হামলা করতে হবে, খলীফার নির্দেশ। সে জন্যই এরা একত্রিত হচ্ছে। আমি যায় এদের সাথে কথা বলে জেনে আসি কবে এরা রওনা

হবে।

আবু শামাকে ভীষণ খুশি মনে হচ্ছে। আশ্চর্য! যুদ্ধের কথা শুনে কেউ খুশি হতে পারে? কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু শামা ফিরে আসে।

আমীর আজ জোহরের সলাত এখানে পড়বেন। যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেবেন। তারই ফাঁকে আমি আপনাদের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেবো। কোনো যুবক বিয়ের খবরে যেমন খুশি হয় সেভাবে ছটফট করতে থাকে আবু শামা ইবনে সুলাইমান।

আচ্ছা জনাব, যুদ্ধের মধ্যে খুশির কি আছে?

আল্লাহর রসুল কি বলেননি,

আমার ইচ্ছা হয় আমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে নিহত হয় পরে আবার জীবিত হয় পরে আবার নিহত হয়... ? এভাবে তিনি কয়েক বার বলছেন।

আমরা যুদ্ধ চাই না কিন্তু যদি কেউ আমাদের পথে বাধা হয়ে দাড়ায় তবে সেটা আমাদের জন্য সুযোগ। সওয়াব হাসীল করার আর শহীদ হয়ে জান্নাত লাভ করার।

আব্রাহাম লিংকন অনেক্ষণ নিরব ছিলেন এবার উৎসাহ দমাতে না পেরে বললেন,

কাবালী এলাকার লোকেরা কি বিদ্রহ করেছে? তারা কি আপনাদের হামলা করতে রওনা হয়ে গেছে?

আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে জনাব? আমীরুল মুমিনীন জীবিত থাকতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রহ আর হামলা? আপনি কি জানেন না তার নামে মানুষের অন্তরে ভুমিকম্প সৃষ্টি হয়?

তবে খামোখা যুদ্ধ কেনো?

আবু শামা এবার বিরক্ত হয়।

খামোখা? দেখুন আমার নিজের শরীর ও সম্পদ রক্ষা করা আমার নিকট বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে নাকি আল্লাহর দ্বীনকে প্রচার করা? কাবাইলী এলাকার সর্দার একজন কাফির। ওখানে কাফিরদের বসবাস বেশি। ওরা ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে আসতে চাই না। ওদের সাথে আমাদের ২ বছরের সন্ধি ছিল। এক সপ্তাহ আগে সে সময় শেষ হয়েছে। আমরা চাই হয়তো ওরা কর দিয়ে অন্যান্য কাফিরদের মতো ইসলামী

রাষ্ট্রের অনুগত হবে নয়তো ওদের হত্যা করা হবে।

কিন্তু কারো এলাকাতে হামলা করা অন্যায় নয়?

নিশ্চয় অন্যায়। কিন্তু এ বিশ্ব আল্লাহর। আল্লাহর বিধান যারা মানে না তাদের কোনো এলাকা নেই তাদের কোনো অধিকার নেই। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

وَأَنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الكُفْرَ

আমিই বিনাশকারী আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরীকে বিনাশ করবেন।

কুফরীকে বিনাশ করার জন্যই আমরা কাফিরদের এলাকাতে হামলা করি। আল্লাহ ও তার রসুল আমাদের এমন করতে আদেশ করেছেন। সূরা নামলের ২০ থেকে ৩৭ নং আয়াত পড়ে দেখুন। কিভাবে আল্লাহর নবী সুলাইমান বিলকিসের রাজ্যে হামলা করতে চেয়েছিলেন। বিলকিস কি আক্রমন করতে চেয়েছিল? সে ক্ষমতা বা সাহস কি তার ছিল? বরং সেতো উপঢৌকন দিয়ে সুলাইমান ইবনে দাউদ (আঃ) এক সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল। তিনি সে উপহার গ্রহণ করেন নি। বিলকিসের দুতকে তিনি বললেন,

{ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ} [النمل: ৩৭]

ফিরে যাও আমি এমন এক সেনাবাহিনী নিয়ে হাজির হবো যাদের সামনে দাড়ানোর মতো ক্ষমতা তাদের নেই আর আমি তাদের দেশ হতে তাদের অপমানিত অবস্থায় বের করে দেবো।

(নামল/৩৭)

বিলকিসকে তার দেশ থেকে অপমানিত অবস্থায় বের করে দেওয়া হবে। কেনো? কারণ সে আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসী নয়। আল্লাহর জমীনে রাজত্ব করার কোনো অধিকার তার নেই। কাফিরদের নিকট অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া আদায় করার হুকুম সূরা তাওবাতে এসেছে। আমরা সে হুকুম বাস্তবায়িত করছি মাত্র।

আব্রাহাম লিংকন এবার তর্কের পথ ধরেন।

আমি তো শুনেছি, আল্লাহ বলেছেন ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।

আবু শামা পূর্বের চেয়ে বেশি গম্ভীর হয়ে যায়।

একজন অমুসলিমকে কে মুসলিম হতে বাধ্য করছে? এই যে, আপনি কয়েকদিন ধরে আমাদের আয়ত্বের মধ্যে আছেন আপনার মতো হাজার হাজার অমুসলিম কর দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করছে তাদের কাউকে কি ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে? ব্যাক্তিগতভাবে কাউকে মুসলিম হতে বাধ্য করা হবে না কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে কুফর ও শিরকে টিকে থাকতে দেওয়া হবে না। কর দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত হওয়ার পর কোনো কাফিরকে হত্যা করা হবে না। তাই বলে কি কর দেওয়া ছাড়াই তাদের শান্তিতে চলতে ফিরতে দেওয়া হবে!

- ঠিক আছে আপনারা যদি কুফরীর ধ্বংস ও বিনাশ চান তবে নিজেদের রাজ্যে এসব কাফিরদের বসবাস করতে দিয়েছেন কেনো?

আবু শামা তীরের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় আব্রাহাম লিংকনের দিকে।

খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন করেছেন। আপনি আরো কিছু সময় এখানে অবস্থান করলে নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। শুধু এতোটুকু বলি,

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম প্রজা ন্যায় বিচার ও ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হয় বটে কিন্তু কখনই তাকে একজন মুসলিমের সমান সুযোগ দেওয়া হয় না। দেখুন, তাকে কোনো সম্মানজনক পদে নিয়োগ দেওয়া নিষেধ, তাদের ধর্ম প্রকাশ্যে পালন করতে দেওয়া হবে না, তারা ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের ধর্ম প্রচার করতে পারবে না। উমর ইবনে খত্তাব (রাঃ) শামের কাফিরদের সাথে এসব শর্তই করেছিলেন। আপনি একটু চিন্তা করুন তো, এসব শর্ত মেনে কাফিররা কি বেশিদিন তাদের ধর্মের উপর টিকে থাকতে পারবে? দেখুন কবাঈলী এলাকাতে বছরে দু একজন ইসলাম গ্রহণ করে আর এখানে যেসব অমুসলিম বসবাস করে তাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের জোয়ার পড়ে গেছে। কেনো এমন হয়েছে? কারণ কবাইলী এলাকাতে কুফরী সাচ্ছ্যন্দ ও শান্তিতে পালন করা যায় এখানে যা সম্ভব নয়। এক কথায় ধীরে ধীরে বিভিন্নভাবে কুফরীর রাস্তাকে সংকীর্ণ করে এবং কাফিরদের উপর বিভিন্ন বাধা নিষেধ আরোপ করে কুফরীকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই জিজিয়া গ্রহণ করে অমুসলিমদের ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে দেওয়া হয়।

আব্রাহাম লিংকন নিরবতা অবলম্বন করেন। সান্টু নোটবুকে দুটি কথা লিখে নেয়।

(১) অন্যান্য ধর্মের সাথে সহ-অবস্থান নয় বরং সেগুলো ধ্বংস করাই ইসলামের উদ্দেশ্য।

(২) জিজিয়া গ্রহণ করে অমুসলিমদের ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করতে দেওয়া হয় শুধু মাত্র ধীরে ধীরে তাদের ইসলামের ভিতর প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যে অন্য কথায় জিজিয়া অর্থ কুফরীকে মেনে নেওয়া নয়। বরং কুফরীকে ধ্বংস করার এটি ভিন্ন একটি পন্থা।

এদুটি কথা চরম সত্য এর পক্ষে অতি শক্ত দলীল প্রমাণ রয়েছে। বরং কথাদুটি ইসলামের মূল মন্ত্র।

৬

জোহরের সলাতের পর যিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে উঠে দাড়ালেন তাকে একজন সাধারন মানুষই মনে হলো। একটা কালো কাপড় অপ্রস্তুতের মতো মাথায় পেচানো ছিল। সমগ্র দক্ষিনাঞ্চলের দায়িত্ব যার কাঁধের উপর মাথার পাগড়ি পরিপাটি করার সময় তার থাকার কথা নয়।

আমীর অতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। জনতা দীর্ঘ বক্তব্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা যে কোনো মুহুর্তে বের হয়ে পড়তে চায়। যুদ্ধের সমস্ত প্রস্তুতিই সম্পন্ন হয়েছে। এখন শুধু আমীরের আদেশের অপেক্ষা। আমীর তাদের আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন। খলীফার পক্ষ থেকে এক হাজার যোদ্ধা আসছে তারা উপস্থিত হলে একত্রে রওনা হওয়াই উত্তম।

আবু শামা যে এতক্ষণ কোথায় ছিল তা বলা যায় না। তবে ভাগ্য ভাল যে, আমীরের বক্তব্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে সে হাজির হয়ে যায়।

আসুন, আসুন, আমীর কোনো কাজে ব্যাস্ত হয়ে পড়ার পুর্বেই আমার পিছু নিন।

যে পুরোনো ঘরটাকে বারবার আমীরের দরবার বলে সম্মান করা হচ্ছিল শুধু আমীরের দরবার হওয়া ছাড়া তার অন্য কোনো সৌন্দর্য ছিল না। দরজার সামনে একদল লোক দাড়িয়ে ছিল। তারা যে নেতৃত্বের দিক হতে বিশেষত্বের অধিকারী তা তাদের প্রতি অন্যদের আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছিল। খুবই আশ্চর্য যে কাউকে না বলে সান্টুদের নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো আবুশামা। ভিতরেও দৃষ্টি আকর্ষণীয় কিছু ছিল না। একটা বৈঠক খানাতে ৪০/৫০ জন লোক বসে ছিল। সেখানে বসে অপেক্ষা করতে থাকলো তারা।

বৈঠক খানাতে বিভিন্ন বয়স আর প্রকৃতির লোক ছিল। তারা যে যার মতো খোশ গল্প

করে চলছিল। গল্পের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই ছিল যুদ্ধের কথা। মাতরাবা ইবনে মিরবাদ এখনি এধরণের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু খলীফার নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য কারো নেই। শর্ত কেবল একটি আর তা হলো আল্লাহ ও তার রসুলের নির্দেশের বাইরে খলীফা কোনো আদেশ করতে পারবে না।

আমীর আসলেন। অন্য কারো পূর্বে তিনিই সালাম দিয়ে কথা শুরু করলেন। উপস্থিত জনতা সাধ্যমতো নিরাবতা অবলম্বন করলো। সামনের দিকের কয়েকজন সরে গিয়ে তার জন্য স্থান করে দিলো। শুধু এই দুটি বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর পরিবর্তন ঘটলো না। কেউ উঠে দাড়ালো না, আমীর প্রবেশ করার আগে হুশিয়ার! সাবধান! এজাতীয় কোনো ঘোষাণা শোনা গেলো না। অন্যরা যেখানে বসে ছিলো সেই সব খেজুরের বিছানারই একটিতে বসলেন মাতরাবা ইবনে মিরবাদ। যারা তার আশপাশে ছিল যথেষ্ট সৌজন্যতার সাথে করমর্দন করে কিছু সময় ব্যয় করলো। সৌজন্য সময়টুকুতে যে গুন গুন শব্দ শোনা যাচ্ছিল একটু পরে তাও বন্ধ হয়ে গেলো। খেজুরের বিছানার উপর অগোছালো পোশাক পরিহিত এই ব্যাক্তির কতো উঁচু সম্মান তা কেবল এখনি অনুভব করা যাচ্ছে।

আপনারা কেউ কি কিছুই বলবেন না?

নিরবতা ভাঙেন আমীর মাতরাবা।

এক কোন থেকে এক যুবক কথা শুরু করে,

হযরত, আমার একটি ফরিয়াদ আছে।

ফরিয়াদ? হে আল্লাহ আমাকে তোমার দরবারে পাকড়াও করো না।

আমীরের মুখে অকৃত্রিম শঙ্কা ও ত্রাসের চিহ্ন ফুটে ওঠে। দুচোখ জলশিক্ত হয়। উপস্থিত জনতা অস্বাভাবিক হয়ে যায়।

হুজুর আমাকে জুলুম করা হয়েছে আমার প্রাপ্ত অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আমীরের চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। তিনি গর্জে ওঠেন।

মুসলিমদের রাজ্যে এখনও জুলুম হয়?

এবার তিনি সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেলেন। তার দুচোখ বেয়ে অঝরে জল পড়তে থাকে। উপস্থিত জনতার বেশিরভাগই কেঁদে ফেলে। কেউ কেউ অবুঝ শিশুর মতো

কাঁদে। তাদের কেউই কাঁদতে লজ্জা পায় না। আল্লাহ্র কাছে পাকড়াও হওয়ার ভয়ে কাঁদা এখানে স্বাভাবিক ব্যাপার। ছেলে হারা বাবা কি কাঁদতে লজ্জা পায়?

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে কিছু সময় পার হয়ে যায়।

সম্মানিত আমীর, আমি একজন খৃষ্টান। একজন মুসলিমকে আমি পাঁচ হাজার দিরহাম ঋণ দিয়েছিলাম। এখন সে তা অস্বীকার করছে।

তোমার কি কোনো সাক্ষী আছে?

হ্যা। এরা সবাই জানে বলে চার পাঁচ জন মুসলিমের দিকে ইঙ্গিত করে লোকটি। তাদেরই একজন বলে,

আমরা সবাই সাক্ষী যে, এই ব্যাক্তি মাসরুক ইবনে যিবইয়ানের নিকট পাঁচ হাজার দিরহাম ঋণ দিয়েছিলো।

বাকী সাক্ষীরা সম্মতি জানায়।

আমীর আর বেশি কিছু শুনতে চান না। ৫ জন ঘোড় সওয়ার কে পাঠান মাসরুক ইবনে যিবইয়ানকে এখুনি পাকড়াও করার জন্য। তিনি মজলিস ত্যাগ করে উঠে পড়েন। জালিমের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি অন্য কিছুই শুনতে প্রস্তুত নন।

আমীর অন্দর মহলে চলে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ থমথমে অবস্থা বিরাজমান থাকে।

মাসুরুক ইবনে যিবইয়ানের কপালে আজ চরম বিপদ আছে।

এক পাশ থেকে ফিসফিস করে বলে একজন বয়ষ্ক লোক।

আসরের সলাতের আগে আমীরকে দেখা যায় না। সলাতের সময় মসজিদে যখন আসলেন তখনও তার চোখে মুখে রাগ ফুটে উঠছিল। যারা বৈঠক খানায় উপস্থিত ছিল না তারাও বুঝতে পারে কিছু একটা ঘটেছে। সলাত আদায় করে আমীর কারো সাথে কথা বলেন না। আবার বাড়ি প্রবেশ করেন।

যে দরজা দিয়ে আমীর মাতরাবা প্রবেশ করেছিলেন সান্টু বারবার সেদিকে তাকাতে থাকে। নিশ্চুপ নিরব পরিবেশে অপেক্ষা করা ভীষণ কষ্টের মনে হচ্ছে তার কাছে। একসময় কেউ আসছে বলে মনে হয় সবাই অধীর আগ্রহ নিয়ে দরবারের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। দ্রুত কেউ হেটে আসছে অনুভুত হয়। দরজার পর্দা সরিয়ে

২২/২৩ বছরের এক যুবক তারকার মতো উদিত হয়।

আস-সালামু আলইকুম।

মুখ ভর্তি দাড়ি আর কালো পাগড়ি মাথায় দিয়ে শিংহ শাবকের মতো কিছুক্ষণ নিরব দাড়িয়ে থাকে। সালামের উত্তর দেওয়া ছাড়া কেউ কোনো কথা বলেনা।

আচ্ছা, আমীরের সাথে আপনারা কি আচরণ করেছেন? তিনি কোনো খাবার মুখে তুলতে অস্বীকার করছেন। সফর থেকে ফেরার পর হতে তিনি কোনো খাদ্য গ্রহণ করেন নি। আম্মা ভীষণ কান্নাকাটি করছেন।

আমরা কিছুই করিনি বাবা।

এক বৃদ্ধ ওযর পেশ করে। অন্য একজন সব ঘটনা খুলে বলে।

আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

বলে বিদায় হয়ে যায় যুবক।

সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে হারিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ঠিক সে সময় ২ জন লোক দড়ি দিয়ে বেঁধে গরুর মতো টানতে টানতে একজনকে দরবারের সামনে হাজির করে। একজন ভিতরে চলে যায় আমীরকে খবর দেওয়ার জন্য আর সাথে সাথেই এক বৃদ্ধ বন্দির নিকটে যেয়ে কাতর স্বরে বলে,

ইবনে যিবইয়ান, আমার অভিজ্ঞতার উপর আস্থা রাখো নিজেকে মাতরাবার গর্জনের সামনে নিক্ষেপ করো না সে আসার আগেই তোমার দেনা পাওনা পরিশোধ করো।

বৃদ্ধের কথায় মাসরুক ইবনে যিবইয়ানের প্রশস্ত হৃদয় প্রকম্পিত হয়। তড়ি ঘড়ি করে একটা দিরহামের থলী বের করে পাওনাদারের দিকে নিক্ষেপ করে। পরে আরও একটি থলী যাতে পূর্বেটির চেয়ে অনেক কম মুদ্রা আছে বলে মনে হলো।

এই যে, নাও ছয় হাজার দিরহাম। পাঁচ হাজার তোমার পাওনা আর পরের একহাজার তোমার উপহার। শুধু এতটুকু বলবে যে আমি মাসরুকের উপর আমার সমস্ত আভিযোগ তুলে নিচ্ছি।

খৃষ্টানটি তার পাওনা পেয়ে খুশি হয়। অতিরিক্ত এক হাজার টাকা হাতে তুলে নিতেই বাঘের মতো গর্জন শোনা যায়।

তুমিই কি একজন যিম্মীর টাকা অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার চেষ্টা করেছো?

মাসরুক কথা বলে না, আমীরের দিকে ফিরে তাকানোর সাহসও হয় না তার। কেবল আড় চোখে তাকাতে থাকে খৃষ্টান যিম্মীর দিকে যাকে সে একটু আগেই তার পাওনা পাঁচ হাজার টাকা এবং বাড়তি এক হাজার টাকা প্রদান করেছে শুধুমাত্র আমীরের রোষ থেকে বাচার জন্য। যিম্মী খৃষ্টানেরও কিছু বলতে সাহস হয় না। যে বৃদ্ধ মাসরুকের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে ছিল সেই ঠেলে দাড় করিয়ে দেয় তাকে।

জনাব আমি তার উপর করা আমার সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করেছি। সে আমার সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দিয়েছে।

সাপের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমীর তাকান তার দিকে। সেসময় নিশ্চয় তার মনে হচ্ছিল এক হাজার টাকা গ্রহণ না করলেই ভাল হতো। আমীর তাকে কিছুই বললেন না কেবল মাসরুকের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন,

তুমি খুবই বুদ্ধিমান। যদি এমন না হতো তবে আমি তোমাকে যে শাস্তি প্রদান করতাম তাতে তোমার শত্রুও কাঁদতো।

মাসরুক কিছুই বলে না তবে মনে মনে সে যে উপকারী বৃদ্ধকে শুকরিয়া জানাচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ঠিক সেই সময়ই সুযোগ বুঝে আবু শামা কথা শুরু করে।

মুহতারাম, এদুজন আমাদের রাজ্যে নতুন এসেছে। এই যে যুবককে দেখছেন সে মুসলিম। আর ইনি একজন খৃষ্টান। ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান। আমার বাবা তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন তাকে কতোদিনের জন্য এখানে থাকার অনুমতি দেবেন।

আবু শামার কথা শুনে আমীর বসে পড়েন। তার চেহারা থেকে সমস্ত রাগ ও রোষের চিহ্ন দূর হয়ে যায়।

আমি তাকে দুই সপ্তার বেশি সময় দিতে পারি না হে যুবক। যে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাই তার জন্য কি দুই সপ্তা যথেষ্ট নয়?

আপনার ইচ্ছা জনাব, আমরা তো মনে করি ইসলামের সৌন্দর্য আর সত্যতা অনুধাবনের জন্য সামান্য কিছু সময়ই যথেষ্ট।

আবু শামা যখন কথা বলছিল আমীর তার দিকে চেয়ে ছিলেন সে কথা শেষ করলে সরাসরি সান্টুর দিকে মুখ ঘুরালেন,

কি নাম তোমার?

সান্টু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। এতো বড় মহান ব্যাক্তি এতোগুলো লোকের সামনে সরাসরি তার দিকে মুখ করে কথা বলছে? আমীরের দিকে হালকা ভাবে দৃষ্টি রেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে,

মানজারুল ইসলাম।

খুবই সুন্দর নাম। তুমি কি এ নামের অর্থ জানো?

সান্টু চুপ থাকে। সে এ নামের অর্থ জানে কিন্তু এখন মুখ ফুটে বলার মতো সাহস তার হবে না। এর মধ্যে এক যুবক এসে অত্যাধিক আদবের সাথে আমীরের পাশে এসে বসে। এ সেই যুবক যে পূর্বে একবার এসেছিল। সান্টুর ধারণা সে আমীরের ছেলে। যুবকটি অল্প কিছুক্ষণ পরপর অন্য কাউকে না শুনিয়ে বাবাকে বারবার কি যেনো বলতে থাকে। প্রতিবারই আমীর তার কথা কান পেতে শুনে এক ঝলক হাসি দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। আমীর আবার ফিরে তাকান সান্টুর দিকে,

এখানে এসে বসো। খালিদ, সরে যাও, তোমার ভাইকে স্থান দাও।

যুবকটি সরে যায়। সামান্য ইতস্তঃতার সাথে সান্টু তার স্থানে বসে। আমীর তার সাথে মুসাফাহ করেন,

খালিদ, কাতিবকে ডাকো।

খালিদ একজন আধাবয়ষী লোক সাথে নিয়ে হাজির হলো।

আবুল ফারজ, তুমি কি বলতে পারো দরবারে কোনো সম্মান জনক পদ খালী আছে কিনা এই যুবককে নিয়োগ দেবো।

মুহতারাম, তার যোগ্যতা।

ও হ্যা। তুমি কি তরবারী আর তীর চালাতে পারো? ঘোড়ায় আরহন করতে পারো?

সান্টু মৃদু তালে মাথা নাড়ে।

তোমার জন্য আফসোস। তুমি কি জানো না অস্ত্র চালানো শিক্ষা করা মুসলিমদের উপর ফরজ?

সান্টু জানে না। সান্টু যে যুগে বসবাস করে সেখানকার কেউই জানেনা। সম্মানিত আমীর যদি সে সময়ে জন্ম নিতেন সম্ভবত তিনিও জানতেন না।

দেখো, আল্লাহ কি বলেননি,

{وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} [النساء: ١٠٢]

কফিররা চাই তোমরা অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সম্পর্কে গফিল থাকো যাতে করে তারা তোমাদের উপর এক বার হলেও আক্রমন করতে পারে।

{সূরা নিসা/১০২}

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: ٦٠]

শত্রুর সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে তোমরা সাধ্যমতো শক্তি অর্জন করো আর প্রস্তুত ঘোড়া সংগ্রহ করো যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর শত্রু আর তোমাদের শত্রুকে ভয় প্রদর্শন করবে।

{আনফাল/৬০}

রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ

শুনে নাও (এই আয়াতে) শক্তি বলতে নিক্ষেপ করা বোঝানো হয়েছে, শুনে নাও শক্তি বলতে নিক্ষেপ করা বোঝানো হয়েছে, শুনে নাও শক্তি বলতে নিক্ষেপ করা বোঝানো হয়েছে।

{মুসলিম}

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন,

علموا أولادكم السباحة والرمى والفروسية

তোমাদের সন্তানদের সাতার, তীর নিক্ষেপ আর ঘোড়ায় আরোহন করা শিক্ষা দাও।

{জামিউল আহাদীস}

এসবের পরও তোমার বয়ষের একজন মুসলিম এসব থেকে দূরে থাকে কিভাবে?

খালিদ, একে নিয়ে যাও। সেনা-কমাণ্ডারকে বলো একে উত্তম ভাবে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দিতে।

সান্টুর কোনো আপত্তি নেই সে কেবল একবার তাকায় আব্রাহাম লিংকনের দিকে। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এই মরুভুমীর বুকে একা চলাফেরা করা তার জন্য আগুণে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সমান। কিন্তু কিছুই করার নেই। সান্টু খালিদের সাথে প্রস্থান করে।

৭

পরের দিন ভিন্ন ঘটনা ঘটে। সূর্য যেসময় খেজুর গাছগুলোর মাথার উপরে উঠেছে সেমসয় একজন ঘোড় সওয়ারকে মুত্যুর গতিতে আসতে দেখা যায়। ঘোড়া থেকে নেমে কিছু বলার আগেই আগমনকারী হ্রদের পনিতে নিজেকে ভিজিয়ে নেয়। যেসব সন্যরা আমীরুল মুমিনীনের বাহিনী আসার জন্য অপেক্ষা করছিল তারা ভাবছিল সম্ভবত এই ব্যাক্তি সেই বাহিনীরই একজন। কেউ কেউ লম্বা গাছগুলোতে উঠে পড়ে চারিদিকে চোখ বুলায়। তাদের ধারণা ছিল আমীরুল মুমিনীনের বাহিনী এই ব্যাক্তির বেশি পিছনে নয়। কোনো কিছু দেখতে না পেয়ে তারা গাছ থেকে নেমে আসে। এক বৃদ্ধ বলে,

হতোভাগা নিশ্চয় কোনো মন্দ খবর নিয়ে হাজির হয়েছে।

লোকটি পানি থেকে উঠে আসলে তার চারিদিকে ভীড় জমে যায়।

তুমি কি খবর নিয়ে এসেছো? আমীরুল মুমিনীনের বাহিনী কতদূর? না কি কাবালী এলাকার লোকেদের ব্যাপারে কোনো খবর?

আগুন্তক মুখ খোলে না কেবল বলে,

গুরুত্বপূর্ণ খবর, আমীরকে ছাড়া কাউকে জানানো যাবে না।

সবাই চুপ হয়ে যায়। আগন্তককে নিয়ে খালিদ বৈঠক খানার দিকে যায় তার ইঙ্গিতে পিছু নেয় সান্টু। আব্রাহাম লিংকনকে ঢুকতে দেওয়া হয়না। আরো অনেককেই বাইরে রাখা হয়। বৈঠক খানাতে গোটা কয়েক লোক ছিল মাত্র। আমীর তার স্থানে বসা ছিলেন। তার ইশারায় আগন্তক বলতে আরাম্ভ করে।

আপনারা তো জানেন আবু কাবিস এলাকাতে দুটি গোত্র বাস করে বানু নেযার আর

বানু তুমাম উভয় গোত্রই এক সময় খৃষ্টান ছিল সে সময় তাদের সাথে শত্রুতাও ছিল। উভয়ে বেশ কিছু যুদ্ধ বিগ্রহও করেছে। পরে উভয় গোত্র জিজিয়া করের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত হয়। তারা প্রায় ১০ বছর যাবত জিজিয়া কর দিয়ে শান্তিতে বসবাস করে আসছিল। সম্প্রতি বানু কাবিসের অধিকাংশ লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে।

আগন্তুকের লম্বা ভূমিকাতে উপস্থিত অনেকে বিরক্ত হয়। এসব কাহিনী তো তারা সবাই জানে। আসল কথা বলে ফেললেই তো হয়।

সে বলতে থাকে,

মুসলিম হওয়ার পর আবু কাবিসের লোকেরা অকারণেই বানু নিযারকে উত্তক্ত করতো এটা সুরাহা করার স্থানীয় কাজী অনেক প্রচেষ্টা করেছেন বিধায় আমীরের দরবার পর্যন্ত ফরিয়াদ পৌছায় নি। কিন্তু সম্প্রতি এক মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। বানু কাবিসের এক মুসলিম বিনা অপরাধে নিযার গোত্রের এক জিম্মী খৃষ্টানকে হত্যা করেছে।

হত্যা?

উপস্থিত সবাই আতকে ওঠে।

স্থানীয় কাজী সে বিচার করেছে তাতে নিযার গোত্র সন্তুষ্ট নয় তারা আপনার আগমনের অপেক্ষা করছে।

আর বেশি কিছু বলতে হয় না। আমীর যাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে নেন। খালিদ এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছিল সান্টু তাকে প্রশ্ন করলে সে বলে,

বাবা তো তার সাথে কাউকে নিতে চাচ্ছেন না কিন্তু সেখানে বিপদের ভয় রয়েছে রায় বিপক্ষে গেলে বানু নিযার যে কিছু করে বসবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে?

কথা সত্য কিন্তু আপনি কি করতে চাচ্ছেন।

কম পক্ষে ২৫/৩০ জন সিপাহী সাথে নেবো। আপনি আর আপনার সঙ্গীও যেতে পারেন যেহেতু ইসলাম সম্পর্কে আপনাদের অনেক কিছু জানতে বাকি রয়েছে।

সান্টু খুশি হয়। সান্টুর সাথে থাকতে পেরে আব্রাহাম লিংকনও খুশি হয়েছেন বলেই মনে হলো।

মরুভুমীর বুকে উটের পিঠে ভ্রমন করা একটু ভিন্ন রকম। একবার সামনে একবার পিছনে দুলতে দুলতে গতিহিন ভ্রমণ। তীব্র তাপ আর ছায়াহীন খোলা প্রান্তরে এধরনের ধীর গতিতে পথ চলা বিরক্তির উদ্রেক করাই স্বাভাবিক। কিন্তু সান্টুর কাছে কিছুই বিরক্তিকর মনে হচ্ছে না। সে কেবলই ভাবছে আবু কাবীস গোত্রের সেই হতভাগা মুসলিমের কথা যে কিনা একজন নির্দোষ খৃষ্টানকে হত্যা করেছে। সে যদি মাসরুক ইবনে যিবইয়ানের কাহিনী শুনতো তবে এমন কাজের সাহস পেতো না। আমীরে চোখে মুখে এখন যে অগ্নি ফুল্কি ঝরছে তাই স্পষ্ট প্রমাণ যে তিনি কি ধরণের রায় দেবেন।

দূর থেকে আবু কাবীস গোত্রের এলাকা দেখা যাচ্ছিল। বহু লোকের একটা মিছিল এগিয়ে এসে আমীর মাতরাবাকে স্বাগত জানালো। তিনি তাদের সাথে কথা বললেন না। আবু কাবীস এলাকা ভেদ করে তিনি গিয়ে পৌছালেন বনু নিযারের এলাকাতে। সেখানে একটি মোটামুটি ধনীর ঘরে তাকে স্থান দেওয়া হলো। নিহতের আত্মীয় স্বজনরা একের পর এক এসে জড়ো হলো সেখানে। তারা মাতোম করছিল। লোক পাঠিয়ে হত্যা কারী ও তার আত্মীয় স্বজনদের হাজির করা হলো। আমীর তাদের সাথে কথা বললেন না। তার আচরণ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার রায় খৃষ্টনদের পক্ষেই যাবে। তিনি ন্যায় বিচারই করবেন। মুসলিমদের রাজ্যে অন্যায় বিচার হতে পারে না। সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়া শেষ হলে আমিরের ভাব মূর্তিতে কঠোরতা ফুটে ওঠে।

ওকে বেঁধে ফেলো। বেত হাজির করো।

হত্যাকারীর আত্মীয় স্বজনরা হাহাকার করে কাঁদতে আরম্ভ করে।

আমীর নিজ হাতে বেত মারেন অপরাধীকে। পরে খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে বলেন,

তোমাদের রক্তমূল্য দেওয়া হবে।

না। না। আমরা রক্ত মূল্য গ্রহণ করবো না। আমরা হত্যার বিনিময়ে হত্যা চায়।

হত্যার বিনিময়ে হত্যা? যে নিহত হয়েছে সে কি মুসলিম! তোমরা কি জানো না রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

لا يقتل مسلم بكافر

কোনো কফিরের বিনিময়ে কোনো মুসলিককে হত্যা করা হবে না।

{সহীহ বুখারী}

তোমাদের সাহস তো কম নয়। তোমরা ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থান করে রসুলুল্লাহর কথার বিরুদ্ধে বিচার করতে বলছো? আমি কি তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য অন্যায় বিচার করবো?

সমবেত জনতা চুপ হয়ে যায় তাদের কেউ কোনো কথা বলে না। তারা ভাল করেই জানে যদি মাতরাবা ইবনে মিরবাদকে কেটে হাজার টুকরোও করা হয় তবু তাকে রসুলুল্লাহর কথার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

আব্রাহাম লিংকন আর ধৈর্য ধরতে পারেন না। পাশে বসে থাকা খালিদকে আস্তে করে বলেন,

সমস্ত মানুষ কি সমান নয়?

খালিদ সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল,

কিভাবে তা হতে পারে? একজন অপরাধী আর একজন নেককার কিভাবে সমান হতে পারে!

{أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [ص: ২৮]

আমি কি তাকওয়াবান আর পাপীদের এক সমান করবো?

{সুরা সাদ/২৮}

যারা শিরক কুফরের উপর আছে তারা সর্বাপেক্ষা বড় পাপী। আল্লাহ বলেন,

{ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: ১৩]

নিশ্চয় শিরক হলো বড় পাপ।

{লুকমান/১৩}

সুতরাং একজন মুসলিম আর একজন কাফির কি সমান হতে পারে?

বিচার কার্য শেষ হতে প্রায় মাঝরাত হয়ে যায়। এদিক সেদিক কয়েকটি বাতি টিপ টিপ করে জ্বলছিল। একজন খৃষ্টান একটি পাত্রে কিছু খেজুর হাজির করলো। কেবল আমীর আর তার সাথে যেসব নেতৃত্বস্থানীয়রা বসে ছিলেন তারা তা থেকে নাম মাত্র

গ্রহণ করলেন। আমীর এখনি রওনা হবেন। এই গভীর রাতেই তিনি আল-কায়েসে ফিরবেন। তার দুরকম আসঙ্কা হচ্ছে। প্রথমত আমীরুল মুনিনীনের পাঠানো সৈন্য বাহিনী হয়তো এতক্ষণে হাজির হয়ে গেছে। দ্বীতিয়ত বানু নিযারে রাত কাটানোটা ফিতনার কারণ হতে পারে। এই রাতে রাস্তায় বের হওয়াটাও কম ঝুকির নয় কিন্তু তিনি তাই করবেন। সাইলানের কাজী সেখানে হাজির ছিলেন তিনি বারবার আমীরকে সাইলানে যেতে অনুরোধ করলেন সেখানে নিরাপদ রাত আর আরামদায়ক ঘুমের ব্যাবস্থা হতো কিন্তু আমীর সেটা পছন্দ করলেন না।

২৫/৩০ সিপাহী সাথে নিয়ে তিনি রওনা হয়ে গেলেন। রাতের কালো পর্দা ভেদ করে উঠগুলো পথ চলে। উটের গলায় বাঁধা ঘন্টাগুলো টূ টাং শব্দ করছে। কোনো ব্যাবসায়ী কাফেলা হলে ডাকাতদের হাত থেকে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ঘন্টাগুলো খুলে দেওয়া হতো। কিন্তু এ যে, প্রশাসনিক সফর। আমীর নিজেই যদি ডাকাতদের হাত থেকে নিরাপত্তার জন্য গোপনীয়তা অবলম্বন করেন তবে প্রজাদের কি অবস্থা হবে?

সান্টুর বুকের ভিতর ধক ধক করে শব্দ হয়। বানু নিযার বিচারে সন্তুষ্ট হয়নি। আমীর যখন তাদের এলাকা থেকে বিদায় হয়েছেন তখনও তাদের মধ্যে গণ অসন্তোষ ছিল। তারা যদি বুকের ভিতর একটু সাহস সঞ্চার করতে পারে তবে এক মিনিটের সিদ্ধান্তেই ৫০/৬০ জন যুবক যোগাড় করে ফেলা সম্ভব। তার পর চারিদিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করলে আমীরের এই ছোট বাহিনীটি কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই জাবালিয়ার মুরুপ্রান্তরে বিলিন হয়ে যাবে। তার পরে অবশ্য তাদের কঠিন পরিণতীর শিকার হতে হবে। আমীরুল মুমিনীন নিজে বিশাল এক বাহিনী নিয়ে হাজির হয়ে যাবেন। তার তরবারী না কউকে ক্ষমা করবে আর না কাউকে রেহায় দেবে। শুধু সেই ভয়েই ইচ্ছা থাকা সত্বেও বনু নিযার নিরব থাকে সারাটা রাত অসহায়ের মতো ভ্রমন করেও মাতরাবা ইবনে মিরবাদকে কোনোরুপ অপ্রিতিকর অবস্থায় পড়তে হয় না। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

মুসলিমদের খলীফা হলো ঢাল সরুপ তার পিছনে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং তার মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জিত হয়।

{বুখারী}

আমীরুল মুমিনীন এর অর্থ মুমীনদের আমীর। কতো ব্যাপাক তার দায়িত্ব। শুধু

আরবের নয় শুধু আল-কায়েসের নয় তিনি যে সারা বিশ্বের মুসলিমদের নেতা। বিশ্বনেতা। এই বিশ্ব নেতার ধারণা যেদিন থেকে মুসলিমরা ভুলে গেছে তারা শত্রুর মুকাবিলায় দূর্বল হয়ে পড়েছে। আরবের জন্য আলাদা নেতা আজমের জন্য আলাদা। শুধু তাই নয় প্রতি ইঞ্চি মাটিতে এক একজন নেতা মুসলিমদের গলায় কাটার মতো বিধে আছে। তাদের একজনকে হত্যা করলে অন্য জনের অন্তরে প্রশান্তি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি পায় না। বরং তারাই একে অপরের নিধন প্রচেষ্টায় স্বচেষ্ট এভাবে না পাওয়া যায় দুনিয়াতে নিরাপত্তা আর না পাওয়া যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি। বরং ইসলামের কথা হলো মুসলিমদের দেশ, ভাষা, বর্ণ, গোত্র আলাদা আলাদা হবে কিন্তু নেতা হবে এক জন। তিনি হলেন আমীরুল মুমিনীন বা খলীফাতুল মুসলিমীন। একই যুগে এই পদ দুজনের থাকবে না। থাকতে পারে না। একজন খলীফা থাকা অবস্থায় যদি অন্য কেউ এই পদের দবী করে বা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তবে তাকে হত্যা করতে হবে। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

যে কেউই আমার উম্মাতকে দুভাগ করতে চাই তাকে হত্যা করো।

{নাসাঈ}

ফজরের আযানের বেশ পূর্বেই আল-কায়েস এর ঘরবাড়িগুলো চোখে পড়লো। সান্টু চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। ঘনো কালো রাত। অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। কেবল আল কায়েসের আকাশে সোনালী আলোর আভা আর একপ্রকার গুম গুম শব্দ।

ওখানে কি হচ্ছে খালিদ।

সৈন্যরা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

বলে একটু এগিয়ে যায় খালিদ। অন্য সবাই কম বেশি উটের উপর ঘুম আর বিশ্রাম সেরে নিচ্ছিল। আমীর কিন্তু ঠায় বসে ছিলেন। খালিদ বাবার পাশে যেয়ে বলে,

আল-কায়েস এ কেমন সুন্দর জান্নাতী পরিবেশ দেখেছেন?

আমীর তার দিকে চেয়ে দেখেন। খালিদের জন্য খুব মায়া হয় তার। খালিদ তার একমাত্র ছেলে। অন্য দুজন মেয়ে আছে। খালিদ তার বোনদের চেয়েও বেশি সৌন্দর্যের অধিকারী।

বাবা। তুমি ঠিকই বলেছো। জান্নাতী পরিবেশ।

খালিদ ঘোড়া হাকিয়ে দ্রুত চলে যায়। যুদ্ধের নেশা তাকে পাগল করে দিয়েছে। সান্টুর খুব ইচ্ছা হচ্ছিল তার পিছু নিতে কিন্তু সে বসে আছে উটের পিঠে। উট ঘোড়ার মতো হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সে তার ইচ্ছামতো চলে। খালিদ সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমীর হাত দিয়ে ইশারা করেন। দুজন সৈন্য তার পিছু নেয়। প্রতিটি বাবার নিকটই নিজের নিরাপত্তার চেয়ে ছেলের নিরাপত্তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মরুভুমির বুকে অনেক দূরের জিনিসও নিকটে মনে হয়। সেকারণেই বোধ হয় আল -কায়েস এর লোকালয় চোখে পড়ার পরও সেখানে পৌছাতে সময় লেগে যাচ্ছে। সামনে এগুতে থাকলে লোকালয় একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আল -কায়েস তার আমীরের সাথে লুকোচুরি খেলছে।

ওরা কারা আসছে?

আমীর বিশ্ময়ের সুরে বলেন।

সাথে সাথে দু-তিন জন ঘোড়া হাকিয়ে সেদিকে চলে যায়।

তেমন কিছু নয়। খালিদ আবার ফিরে এসেছে। যে দুজন সৈন্য তার পিছু নিয়েছিল তারাও ফিরে এসেছে।

এতো বয়স হলো তবু খামখেয়ালী গেলো না।

আমীর মুচকি হাসেন।

খামখেয়ালী নয় বাবা। খোশ খবর! আমীরুল মুমিনীন ৫০০০ সৈন্য পাঠিয়েছেন।

পাঁচ হাজার? এতো সৈন্য কি জন্য খালিদ? আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়। আমীরুল মুমিনীন কি আমাকে দূর্বল আর ভীত মনে করেছেন? তুমি কি জানো না কেবল তোমার বাবা ১০০ লোকের মুকাবিলা করে?

খালিদ হাসে, আকাশে যে দু-একটি তারা ছিল সেই আলোতেই তার দাতগুলো মুক্তার মতো চমকাতে থাকে।

সম্মানিত আমীর বিজয়ীর বেশে আল-কায়েসে প্রবেশ করেন। পুরো নগরী তখনও নিরব। যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের শব্দও আর শোনা যাচ্ছেনা। তারা এখন সলাত আদায়

করছে। সান্টু এর আগেও দেখেছে ফজরের আযানের পূর্বে প্রায় দুই ঘন্টা যাবত তারা সলাত আদায় করে। এদের অন্তর সদা আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে। এদের সামনে সোজা হয়ে দাড়াবে এমন শক্তি কার আছে!!!

আমীর যোদ্ধাদের তাবুগুলোর দিকে তাকান।

কই, নতুন কোনো তাবু তো গাড়া হয় নি? আতিরিক্ত পাঁচ হাজার সৈন্য এসেছে বলেও তো মনে হচ্ছে না।

আছে বাবা। তারা দরবারে আছে।

খালিদ। শাস্তির যোগ্য অপরাধ করো না। আমার দরবার এতো বড় নয় যে সেখানে পাঁচ হাজার সৈন্য অবস্থান করবে।

আমি মিথ্যা বলিনি বাবা। কেবল অপেক্ষা করুন।

আমীর খালিদের দিকে তাকিয়ে আবার হাসেন। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে মিথ্যা বলে নি। মিথ্যা বলা তার অভ্যাসও নয়।

দরবারে আজ কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সেখানে অতি জরুরী বৈঠক হবে। আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে বিশেষ দূত হাজির হয়েছে। তবে তার পুর্বে আমীর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবেন। তিনি ভীষণ ক্লান্ত।

৮

ফজরের সলাতের সময় আমীর উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য যে, খালিদের বয়ষের একজন যুবক ইমাম হয়ে সলাত আদায় করলো। সলাত শেষ করে আমীর তাকে নিয়ে দরবারের দিকে চলে গেলেন। আরো কয়েকজন তাদের পিছু নিলো।

আমীর ভিতরে চলে যাওয়ার পরই সাধারণের মধ্যে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে যায়।

কে এই ব্যক্তি?

এক বৃদ্ধ বলেন,

উনি হলেন, বাত্তার আস-সাইফ ইবনে মানসুর। অবিভক্ত শামের আমীর।

বাত্তার আস-সাইফ। আল্লাহু আকবার, আমাদের মাঝে বাত্তার আস-সাইফ হাজির হয়েছেন?

শুধু বাত্তার আস-সাইফ নয় আমিরুল মুমিনীনের নিজের হাতে গড়া পাঁচ জন সেনা কমাণ্ডারকে পাঠিয়েছেন যাদের এক এক জন ১০০০ জনের সমান। বিশেষ প্রয়োজন না হলে তাদের যুদ্ধে করার অনুমতি দেওয়া হয় না। আর তারা যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন শত্রু শিবিরে ক্রন্দন সৃষ্টি হয়।

জনতার মাঝে বিশেষ আন্দোলন আর উচ্ছাসের সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ স্লোগান দিয়ে ওঠে,

আল্লাহ আকবার। আল্লাহর কসম কবাইলিরা এবার ধ্বংস হবে।

গোপন বৈঠক বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। আধা ঘন্টা পরই সবাইকে মসজিদে জড়ো হওয়ার নির্দেষ দেওয়া হয়। আমীর মাতরাবা ইবনে মিরবাদ আমীরুল মুমিনীনের চিঠি পড়ে শোনান যোদ্ধাদের। শাম থেকে যে একহাজার সৈন্য আসার কথা ছিল প্রস্তুতি আর সময়ের অভাবে তাদের পাঠানো সম্ভব হয় নি তাই শামের আমীরকেই পাঠানো হয়েছে। সাথে আরো চারজনকে পাঠানো হয়েছে। আল বাত্তার ইবনে মানসুর এ অভিযানের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে মাতরাবা ইবনে মানসুর এবং তার ছেলে খালিদ ইবনে মাতরাবা যদি চাই তবে এ যুদ্ধে স্বশরীরে উপস্থিত থাকতে পারবে না চাইলে সে অনুমতিও রয়েছে।

চিঠি পড়া শেষ হলে চারিদিকে তাকবীরের শব্দ শোনা যায়।

মাতরাবা ইবনে মিরবাদ মসজিদের মিম্বার থেকে নেমে আসেন। তিনি এখন আমীর নন। তার ছেলের বয়ষের এক যুবকের অধীনে তাকে যুদ্ধ করতে হবে। তিনি এমনভাবে বসে আছেন যেনো বহু ভারি কোনো বোঝা তার মাথা থেকে সরে গেছে। তিনি খুশি। দায়িত্ব অনুভুতি থেকে মুক্তি পাওয়ার কারণে তিনি খুশি। কেবল একবার তাকালেন খালিদের দিকে। তিনি একটা স্বপ্ন দেখেছেন। তার বেশিরভাগ স্বপ্নই দিবালোকের মতো সত্যে পরিনত হয়।

তিনি দেখেছেন একটা বাগান। বাগানের ভিতর একটা প্রাসাদ। তিনি ধীর কদমে এগিয়ে গেলেন। প্রাসাদের দরজা খোলায় ছিল। তিনি ভিতরে ঢোকার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন সেসময় কেউ একজন বাধা দেয়। অতি কর্কশ কণ্ঠে বলে,

কে আপনি?

আমি মাতরাবা ইবনে মিরবাদ।

এ ঘর তো আপনার নয়। আপনি কেনো ঢুকছেন এখানে?

ওহ। ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু এটা কার ঘর জানতে পারি?

এটা আল-কায়েসের আমীরের প্রিয় পুত্র খালিদের ঘর।

তাই নাকি। সে তো আমারই পুত্র আমিই তো আল-কায়েসের আমীর। আমি কি ঢুকতে পারবো না?

লোকটি তার হাতের খাতার দিকে তাকিয়ে কি যেনো দেখে নেয় তারপর বলে।

আপনার সময় এখনো আসে নি আপনি ফিরে যান।

আমীর একনজরে তাকিয়ে থাকেন খালিদের দিকে তিনি প্রায় নিশ্চিত যে তাকে এ যুদ্ধের পর আর পৃথিবীর বুকে দেখা যাবে না। তিনি ইচ্ছা করলেই খালিদকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে নিতে পারেন। স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন তাকে এ অনুমতি প্রদান করেছেন কিন্তু তিনি তা করবেন না। তার সময় এখনো আসেনি খালিদের সময় হয়ে গেছে। তিনি যদি হতোভাগা হয়ে থাকেন তাই বলে কি খালিদের জান্নাতের পথে বাধা হয়ে দাড়াবেন? তাছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদীর কি পরিবর্তন করা যায়?

যোদ্ধারা যে কোনো মুহুর্তে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত। কেউ কেউ হ্রদের পানিতে ওযু করে নিচ্ছে। যুদ্ধের প্রস্তুতির এটাও একটা অংশ। সান্টু সবার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। সবার মধ্যে একপ্রকার অদৃশ্য আনন্দ অনুভুতি বিরাজ করছে। হঠাৎ সান্টুর চোখে পড়ে খালিদ। খালিদ ইবনে মাতরাবা। অন্য যে কারো চেয়ে তাকেই বেশি খুশি মনে হচ্ছে। সালাম দিয়ে বলে,

বিদায়, বন্ধু। দুনিয়ার বুকে আর দেখা নাও হতে পারে।

এমন কথা কেনো বলছেন? লোকে তো বলছে কবাইলিরা কোনো যুদ্ধই করবে না। মুসলিম বাহিনী উপস্থিত হওয়া মাত্র তারা পিছনে পালাবে।

কে বলেছে? এমন হতেই পারে না। যুদ্ধ হবে। তারা সমূলে ধ্বংস হবে আর মুসলিমদের কেউ কেউ শহীদ হবে। হে আল্লাহ আমাকে তাদের মাঝে রাখো। আমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করো।

কি স্বপ্ন জনাব,

আমি দেখেছি একটা ঘর, সেখানে অতিব সুন্দরী একটা মেয়ে। আমাকে বলা হয়েছে সে আমার স্ত্রী। দুনিয়াতে অমন সুন্দর মেয়ে কখনও দেখেছো তুমি?

সান্টু কোনো কথা বলে না। সে জানে খালিদ যা চায় তার বিরুদ্ধে কিছু বললেই সে রেগে যাবে। কেবল ক্ষীণ কণ্ঠে বলে,

আল্লাহ আপনার আশা পুরা করুন।

খালিদ খুব খুশি হয়, নিজের হাত থেকে একটা আংটি খুলে সান্টুর হাতে পরিয়ে দেয়।

যোদ্ধারা রওনা হয়ে যায়। সান্টু যায় না। তার প্রশিক্ষণ এখনও সম্পন্ন হয়নি। প্রশিক্ষণ ছাড়া যুদ্ধে যাওয়া আর সাতার না জেনে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়া সমান কথা। সে কেবল অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে যুদ্ধের খবর নেওয়ার জন্য। চিকন আর অতিশয় দূর্বল একজন লোক যখন আসরের সলাত পড়ালেন তখন ২০ জনের কিছু অধিক লোক মসজিদে সলাত আদায় করলো। সলাত আদায়ের পর সান্টু মসজিদেই বসে থাকে। ঐ সময় আব্রাহাম লিংকনের কথা তার মনে ছিল না। সে শুধু যুদ্ধের খবরের জন্য অপেক্ষা করছে। হঠাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে একজন আগন্তুক মসজিদ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে। ঘোড়া থেকে নেমে টানা টানা কয়েকটা নিঃশ্বাস নিতে নিতেই আরো কয়েকজন হাজির হয়ে যায়। তাদের চারিপাশে লোকজন জমা হয়ে যায়।

কি খবর হে আবু সাইদ?

মসজিদে একটু আগে যিনি ইমামতি করলেন তিনি প্রশ্ন করেন।

খবর ভাল চাচা।

তিতো কিছু পান করলে যেমন ভাব হয় সেভাবে উত্তর দেয় আগন্তুক।

ভাল খবর তো এভাবে বলছো কেনো। সত্যি করে বলো তো আসল খবর কি?

আল্লাহর কসম চাচা, খবর ভাল। কবাইলিরা পরাজিত হয়েছে। হাজারের অধিক লোক নিহত হয়েছে। তাদের এলাকা এখন মুসলিমদের দখলে।

ইমাম পরম তৃপ্তির সাথে বলেন,

আল হামদুলিল্লাহ।

পাশের এক যুবক তখনও ঘোড়ার পিঠেই বসে ছিল। ঘোড়াটি একটু সামনে এগিয়ে

নিয়ে বলে,

কিসের ভাল খবর হে আবু সাঈদ? খালিদ ইবনে মাতরাবা নিহত হয়েছেন তাকে ময়দানেই দাফন করা হয়েছে।

সবাই বলে,

ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

পাশ থেকে একজন বৃদ্ধ বলে।

এটাকে দুঃসংবাদ মনে করো না বাছা। এতো আর একটা সুখবর। খালিদ তো আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে সে তো শহীদ।

ততক্ষণে মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ ফিরে আসে। সকলে ওযু করে মসজিদে জমায়েত হতে থাকে। মাতরাবা ইবনে মিরবাদ ফিরে আসেন। মাগরিবের সলাতের পর উপস্থিত মুসল্লীদের সামনে উঠে দাড়িয়ে সংক্ষিপ্ত কথা বলেন তিনি। প্রথমেই যুদ্ধের সুসংবাদ দেন পরে নিজে মুখে প্রিয় পুত্রের নিহত হওয়ার সংবাদ দিয়ে নিজেকে আর সামলাতে পারেন না অনদর মহলে চলে যান। পরে আবার বের হয়ে আসেন। জনতা তখনও নিরব ও নিশ্চুপ বসে ছিল।

আল্লাহর কসম আমি বাড়ির ভিতর প্রবেশ করার পর খালিদের আম্মার ধৈর্য আর তাকওয়ার যে অবস্থা দেখেছি তাতে আমার মনে হচ্ছিল আমি হেরে যাচ্ছি তাই আবার ফিরে আসলাম। খালিদ নিহত হওয়ায় আমি মোটেও দুঃখ পায় নি। আল্লাহ তার তাকদীরে যা লিখেছেন তাই হয়েছে। যুদ্ধ অর্থই হলো নিহত হওয়া আল্লাহ আমাদের উপর যুদ্ধকে ফরজ করেছেন নিহত হওয়া বা আহত হওয়া থেকে আমাদের কেউই নিস্তার পাবে না। যে যুদ্ধ করে না সে কি মরে না?

তাকে এখন পাষাণ ও কঠোর মনে হচ্ছে।

সান্টু হাতের আংটির দিকে অপলোক তাকিয়ে থাকে। সকালেই ওটা তাকে নিজ হাতে পরিয়ে দিয়েছে খালিদ। সে তার পরিনতির ব্যাপারে কতো নিশ্চিত ছিল!

৯

খালিদের মৃত্যুতে দরবারে যে অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছিল তা দূর হতে বেশি সময় লাগলো না। তিন দিনের মধ্যেই আমীর সমস্ত কাজে মনোনিবেশ করার মতো

মানসিকতা ফিরে পেলেন। মৃত্যু এখানে জন্মের মতই স্বাভাবিক ব্যাপার। এদিকে সান্টুর প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। জাবেদ নামের ৩০ বছর বয়স্ক এক যুবক তাকে তীর নিক্ষেপ করা আর জিন ছাড়া ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা দেয়। যুদ্ধ কৌশল বলতে এই। তবে কয়েক কেজি ওজনের তরবারী হাতে রেখে সারাটা দিন ঘুরে বেরানোর মতো বাহুবল সান্টুর নেই। অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন যে কেবল তরবারি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় তাই নয় বরং তরবারি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক বিশেষ কৌশলে শত্রুর গর্দান সহ অন্যন্যা মারন স্থানে আঘাত করতে হয়। একই সাথে বিপরীত পক্ষের আঘাত হতে আত্মরক্ষা করতে হয়। বিষয়গুলো এখন ভীষণ জটিল মনে হচ্ছে।

কিভাবে যে যোদ্ধারা এই লৌহ খণ্ডটিকে দিনের পর দিন বহন করে নিয়ে বেড়ায়!

শুক্রবার দিন সকালে আমীর একটা দুঃসংবাদ শোনালেন। আবু বাসেত নামে এক ব্যাক্তি পূর্বে মুসলিম ছিল গতকাল সে খৃষ্টান হয়ে গেছে। জাবেদ এর নেতৃত্বে সাত সদস্যের একদল লোক পাঠনো হবে তাকে ধরার জন্য। ইসলামী আইন অনুযায়ী তাকে তিন দিন সময় দেওয়া হবে যদি সে পুনরায় মুসলিম না হয় তবে তাকে হত্যা করা হবে। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

যে কেউ তার দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করো।

{বুখারী ও মুসলিম}

অভিযানটি পুরোপুরি ঝুকিহীন নয়। আরবরা এমনিতেই গোত্র প্রভাবিত। ইসলামের আগমনের পর সে প্রভাব ধুলোর সাথে মিশে গেছে। কিন্তু গোত্রপ্রীতির অগ্নি স্ফুলিংগ মাঝে মাঝেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কাছাকাছি পৌছে যায়। আবু বাসেত হাইলের গোত্রপতি জুদআনের একমাত্র সন্তান। গোত্রপতির কলিজার টুকরাকে হত্যা করার জন্য নিয়ে আসাটা সহজ হবে কিনা সেটা গোত্র পতির ঈমানের উপর নির্ভর করবে। আমীর মাতরাবা কিন্তু ছাড়ার পাত্র নন। তিনি সান্টুকে এ অভিযানে জাবেদের সঙ্গী করতে চান। একজন মুসলিম হিসাবে অভিযানে অংশ গ্রহণ না করাটা অপদার্থ হয়ে যাওয়ার নামান্তর। সান্টুকে তিনি কর্মক্ষম ও সাহসী হিসাবেই দেখতে চান। সান্টুর আপত্তি নেই। আল্লাহর দ্বীন ত্যাগ করে যে ব্যাক্তি মুরতাদ হয়ে যায় তাকে শাস্তির সম্মুখীন করার মতো ন্যায় কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারাটা তার কাছে

সৌভাগ্য বলেই মনে হচ্ছে। সান্টুর অন্তরে লম্বা জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে যায়.......

.......আবু বাসেত নামের লোকটি তাদের দেখা মাত্র দ্রুত পালায়ন করছে সান্টুরা তাকে ধাওয়া করছে। সে বহু দূর পর্যন্ত চলে যায় কেউ তার নাগাল পায় না। সেই মুহুর্তে সান্টুর ঘোড়া অস্বাভাবিক জোরে চলতে শুরু করে। তার অন্য সাথীরা পিছে পড়ে যায়। সান্টু ডান হাতে তিন কেজি ওজনের তরবারীটি উঁচু করে থাকে আর বীরের মতো ঠোট বাকা করে থাকে। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পরই অপরাধী হাতের নাগালে চলে আসে। সান্টুকে দেখা মাত্র সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। সে সান্টুর কাছে ক্ষমা চাই। ককুতি মিনতি করে বলে,

আমাকে মারবেন না, আমাকে ছেড়ে দিন।

না। তোমার কোনো ক্ষমা নেই। তুমি যদি মুসলিম না হও তবে তোমাকে নিশ্চিত হত্যা করা হবে।

সান্টুর কথা শোনা মাত্র সে মুসলিম হয়ে যায়। সব ঘটনা শুনে আমীর মাতরাবা খুব খুশি হন। সান্টুর জন্য আল্লাহর নিকট জান্নাতের দোয়া করেন ....

কিন্তু সেই সময় যদি আবু বাসিত মুসলিম না হয় তবে কি সান্টু তাকে হত্যা করবে, না কি দড়ি দিয়ে বেধে টানতে টানতে দরবারে হাজির করবে? যেভাবে মাশরুক কে হাজির করা হয়েছিল। সান্টু আবার কল্পণার জাল বুনতে থাকে। সে কল্পণা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

চলুন জনাব, আমাদের যাত্রার সময় হয়েছে যে।

জাবেদের কথা শুনে সান্টুর হুশ ফেরে। সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয়। আমীর মাতরাবা বেশ কিছুদূর পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দেন। তিনি বিভিন্ন উপদেশ দিচ্ছিলেন,

গোত্রপতিকে আমরা একজন ভাল মুসলিম বলেই জানি। তার সাথে তোমরা ভাল আচরণ করবে। শুধূ বলবে, আমীর মাতরাবা আমাদের পাঠিয়েছে। যদি সে তার ছেলেকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে তবে সোজা ফিরে আসবে। অন্য কোনো ঝামেলাতে জড়াবে না। পরে আমিই দেখবো তার সাথে কিভাবে সমাধানে আসা যায়। যদি সে ইসলামের আইন মানতে প্রস্তুত থাকে তবে তো উত্তম আর যদি বক্রতা অবলম্বন করে তবে হাইলবাসী দেখবে আমি তাদের গোত্রপতির সাতে কি আচরণ করি!

ঠিক আছে মুহতারাম। আপনি যা বলছেন তার কিছুমাত্র ব্যাতিক্রম হবে না। আপনি এখন ফিরে যান। আপনাকে আর বেশি কষ্ট দেব না।

তুমি তওবা করো হে ইবনে ফারিস। আল্লাহর রাস্তায় কিছু সময় হাটাহাটি করাটাকে তুমি কষ্ট বলছো?

আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি।

কথাটি বলার পর জাবেদ অনেক্ষণ চুপ থাকে। সে ঘোড়ায় চড়ে আছে আর আমীর নিচে হেটে যাচ্ছে এটা তার পছন্দ হচ্ছে না আবার কিছু বলতে সাহসও পাচ্ছে না।

বেশ কিছু পথ যাওয়ার পর আমীর যখন বুঝতে পারলেন প্রয়োজনীয় সব কথা শেষ হয়েছে তিনি স্থীর হলেন,

রওনা হও। আল্লাহর নামে রওনা হও।

পাঁচ জন এক তালে রওনা হলো। আমীর তার স্থানে দাড়িয়ে রইলেন। সান্টু বারবার ফিরে দেখছিল আমীরের দিকে। ধীরে ধীরে তার অবয়ব ছোট থেকে ছোট হতে থাকে। একসময় অদৃশ্য মরুতে হারিয়ে যায় তার আলোকীত চেহারা।

গত কয়েক দিনের প্রশিক্ষণের কল্যানে সান্টু কোনোরকমে ঘোড়ার উপর বসে থাকতে সক্ষম হয়েছে। পাকা ঘোড়সওয়ারদের সাথে তাল মিলিয়ে চলা তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। সঙ্গি সাথীরা যখন মৃদু তালে গুন গুন করে গান করতে করতে পথ চলছিল তখন সে নিরাপদ বোধ করছিল। কিন্তু মাঝে মাঝেই অভিযানের আমীর জাভেদ দ্রুত চলতে তাকীদ করছিল। সান্টু তখন বারবার পিছিয়ে পড়ছিল। তাকে নিজেদের সাথে রাখতে অন্যরা একটু পরপর থমকে দাড়িয়ে যাচ্ছিল। খুব বেশি দূর অতিক্রম করা গেলো না। জাভেদ বিরক্ত হয়ে গেল। কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলে না। সান্টুর সাথে সামান্যও অসৌজন্যমুলক আচরণ করার অনুমতি তাকে দেওয়া হয়নি। সে কি নতুন নয়? নতুন ঘোড়সওয়ার কি দক্ষ সৈন্যদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম?

মাঝ পথে একটা হ্রদের নিকট নেমে অতি অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রামের সিদ্ধান্ত হলো। সবাই হ্রদের পানি পান করলো যার মশকে পানি ছিলনা সে এখান থেকে ভরে নিলো। আবার যাত্রার পালা। লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে যে যার ঘোড়াতে উঠে বসে। সান্টুও লাফ দেয়। এবার সে সাধ্যমত অন্যদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করে।

আমরা হাইল পৌছে গেছি।

জাবেদের কথা শুনে সবাই মাথা উঁচু করে সামনে তাকায়। হাইলের লোক সংখা খুব বেশি নয়। তবে সুস্বাদু খেজুর আর আঙ্গুরের ভুমি হিসাবে মানুষের মুখে এর খ্যাতি রয়েছে। লোকালয়ে ঢোকার পর ভিন্ন রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। সান্টুদের দেখা মাত্র রাস্তার দু-পাশে লোক জমতে শুরু করে। তারা বুঝতে পেরেছে আজ হাইলে কি ঘটতে যাচ্ছে। জাবেদ জনতার দিকে ফিরে তাকায়,

জুদআন ইবনে সামুরার বাসস্থল কোন দিকে?

আপনার সামনে হযরত।

জাবেদ সামনে চলতে থাকে। জুদআন ইবনে সামুরার বাড়ি চিনতে তাকে বেগ পেতে হয় না। তিনি এখানকার সর্দার। তাছাড়া সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটেছে তাতে লোকমুখে তার দূর্নাম সুদর সাইলান পর্যন্ত পৌছে গেছে। শেষ পর্যন্ত যে বাড়িটিতে সান্টুরা প্রবেশ করলো সেটি যথেষ্ট পরিপাটি আর অন্যান্য বাসভবন গুলোর তুলনায় বিশেষভাবে আলাদা। তাদের বৈঠকখানায় বসতে দেওয়া হলো। জুদআন ইবনে সামুরাকে খবর দেওয়া হলো। তিনি আসলেন। তার বয়স আশির উর্ধে।

আস-সালামু আলাইকুম।

জাবেদ সালাম দেয়।

ওয়া আলাইকুম-আস সালাম। অনিচ্ছুকের মতো উত্তর দেয় বৃদ্ধ। তারপর সামান্যও অপেক্ষা না করে বলে,

আপনারা কি চান? কোথা থেকে আসছেন?

আমরা মাতরাবা ইবনে মিরবাদের পক্ষ থেকে আসছি। আপনার ছেলেকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি। আমীরের দরবারে তার বিচার হবে।

আমার সামনে থেকে আমার সন্তানকে তুলে নিয়ে যাবেন, তার পর হত্যা করবেন? বাবা হয়ে আমি কিভাবে তা মেনে নিতে পারি!

আপনি কি মুসলিম নন? আল্লাহর রসুলের বিধান কি আপনার জানা নেই?

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ থাকে। তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গ ধরে।

মাতরাবার চাচাতো ভাই তো ডাকাত ছিলো। নয় কি?

জাবেদ এবার রেগে যায়। সে একজন সেনা কমাণ্ডার। এতো লম্বা কথা বলা তার অভ্যাস নয়। সে সব কিছুকে তরবারী দিয়ে সামাধান করতে ভালবাসে। বৃদ্ধ যখন আমীর মাতরাবার বিভিন্ন মিথ্যা দূর্নাম রটাতে থাকে যা থেকে তিনি বহু দূরে জাবেদ তখন বিদ্যুতের গতিতে তরবারী বের করে ফেলে। জাবেদকে তরবারীর বের করতে দেখে বৃদ্ধ আরো উত্তেজিত হয়ে যায়।

ওহে হাইলবাসী তোমরা কি কিছুই দেখছো না? তোমাদের সর্দারকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

হাইলবাসী দেখছে। তারা একসাথে জমায়েত হয়ে দেখছে। হাইলের ময়দানে যখন তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগীতা হয় তখন যেভাবে মানুষ সারিবদ্ধভাবে দর্শন করে আজ তারা সেভাবে একত্রিত হয়েছে। যুদ্ধ বিগ্রহেও তারা কম পারদর্শি নয়। কিন্তু এ পাঁচজন তো মুসলিমদের আমীরের পক্ষ থেকে এসেছে। আমীরুল মুমীনিনের সাথে তারা কিভাবে যুদ্ধ করতে পারে? তারা কি মুমিন নয়? একজন এগিয়ে এসে জাবেদকে প্রশান্ত করে, তারপর সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলে,

তোমরা কি আমাকে চেনো না?

সবাই মাথা নাড়ে। তারা তাকে চেনে। তিনি কুশাই আল বিনানী। হাইলের অন্যতম ধনী ব্যাক্তি। তিনি আবার বলতে আরাম্ভ করেন,

যখন বানু কায়েস আমাদের উপর হামলা করেছে তখন আমরা তাদের প্রতিহত করেছি। মাসলামা যখন তার বাহিনী নিয়ে আমাদের কারো উপর হামলা করেছে আমরা একযোগে তা প্রতিহতো করেছি। গোত্র আর স্বজনদের প্রতি কি আমরা সহানুভুতি প্রদর্শন করি নি? আমাদের ভিতরে কি দেশ প্রেম নেই? কিন্তু আল্লাহর হুমুমের বিরুদ্ধে কি দেশ প্রেম আর স্বজনপ্রিতি চলে? আমীরুল মুমীনিন যদি হাইলে আক্রমন করেন তবে কি আমরা তার বিরুদ্ধে যেতে পারি?

জনতা ব্যাপারটি বুঝতে পারে।

না না কিভাবে তা সম্ভব। জুদআন ইবনে সামুরার নিকট কি অন্যায় কিছু চাওয়া হচ্ছে? সে কেনো অনর্থক তর্ক বিতর্ক করছে?

বৃদ্ধ সেসময় অসহায় হয়ে যায়। নিজের এলাকার অনুগত লোকেরাই যখন তার বিপক্ষে যায় তখন তিনি একা আর কতদূর সামাল দেবেন। তিনি ভিতরে যান আর তখনি চারিদিকে হৈ চৈ শোনা যায়,

বৃদ্ধ জুদআন তার পুত্রকে ছেড়ে দিয়েছে আবু বাসিত একটা তরতাজা ঘোড়ার পিঠে চেপে বানু নিযারের দিকে রওয়ানা করেছে।

কথাটি শোনামাত্র ঘোড়া নিয়ে ছিটকে বেড়িয়ে পড়ে জাবেদ। বাকিরা একের পর এক তার পিছু নেয়। সান্টুর বের হতে বেশ কিছু সময় লেগে যায়। সবাই ভীষণ উদ্দমের সাথে ঘোড়া ছুটায় কিন্তু বেশি দূর যেতে হয় না। সর্দার পুত্র বাড়ি থেকে বের হয়ে এক'শ গজও পার হতে পারে নি। হাইলের যুবকরা তাকে আটকে ফেলেছে। নিজের এলাকা আর সর্দার তাদের নিকট ইসলামের চেয়ে বেশি প্রিয় নয়।

ওকে এখানেই হত্যা করুন। আপনি হুকুম করলে আমরাই নিজ হাতে ওকে হত্যা করি।

জাবেদ হয়তো তাই করতো। কিন্তু আমীর মাতরাবা ইবনে মিরবাদের নির্দেশ তাকে আল-কায়েসে হাজির করতে হবে। সেখানে তাকে তিন দিন সময় দেওয়া হবে। কাজী আবুল ফজলকে ডাকা হবে তিনি তাকে ইসলাম সম্পর্কে বোঝাবেন। যদি তাতেও সে না ফেরে তবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাকে তরবারী আঘাতে হত্যা করা হবে। প্রতিবারের মতো আমীর মাতরাবা নিজে হাতে তাকে হত্যা করবেন।

স্থানীয় যুবকদের সহযোগীতায় অপরাধীকে আল-কায়েসে হাজির করা হলো। আল-কায়েসের রাস্তাতে জনতার ঢল নামে। আল্লাহর দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে যে ব্যাক্তি কাফির হয়ে যায় সে মানুষ কিনা জনতা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায়। দরবারের সামনে একটি থামের সাথে আবুল বাসিতকে বাঁধা হয়। আল-কায়েসেও তার কিছু আত্মীয় স্বজন ছিল। তারা পালাক্রমে এসে তাকে বোঝাতে থাকে।

আবুল বাসেত, নিজেকে কেনো দুনিয়া আর আখিরাতে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছো? তুমি কি জানো না যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অনুসরন করলে আখিরাতে জাহান্নামী হতে হবে?

আবুল বাসেত কোনো কথা বলে না। সে জানে কথা বলা অর্থ নিজেকে অপমানিত করা। মৃত্যুকে তরান্বিত করা। তবে শয়তান তার উপর ভীষণভাবে সওয়ার হয়েছে। তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাঁধা দিচ্ছে।

আবুল বাসেতকে তিনদিন সময় দেওয়া হলো। মাঝে একদিন কাজী আবুল ফজল আসলেন। তিনি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন। তিন দিনের সময় শেষ হয়ে গেলে আবুল বাসেতকে জনতার সামনে হত্যা করা হলো। এটা আল্লাহর

আদেশ,

{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢]

তাদের শাস্তি দেওয়ার সময় যেনো একদল মুমীন উপস্থিত থাকে।

{নুর/২}

এটার উদ্দেশ্য হলো একজনের মাধ্যমে অন্যদের সতর্ক করা। যাতে মানুষের অন্তর অন্যায় কাজের ইচ্ছা হতে দূরে থাকে।

আবুল বাসেতকে হত্যা করা হলো। তাকে গোসল দেওয়া হয়নি তার উদ্দেশ্যে জানাযার সলাত পড়া হয়নি। সমগ্র মুসলিমরা তাকে অভিসাপ দিচ্ছিল। তার মতো পরিণতি হতে সবাই আশ্রয় চাচ্ছিল। কোনো মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে কবর দেওয়া হয়নি। নির্জন প্রান্তরে কোনো এক স্থানে গর্ত খুড়ে তাকে পুতে ফেলা হয়। সান্টু মনে মনে বলে,

এ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র। মুসলিমদের সম্মানিত করা আর কাফিরদের অপমানিত করার উদ্দেশ্যেই এ রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করা হয়। সমস্ত মানুষের মধ্যে সমতা বিধানের জন্য নয়। যারা সমতার কথা বলে তারা ইসলাম সম্পর্কে জানে না। তাদের জ্ঞান নেই।

মাতরাবা ইবনে মিরবাদ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাস্ত থাকেন। শত ব্যাস্ততার মাঝেও সময় করে নিয়ে আলেমদের সাথে আলোচনায় বসেন। তার দরবারে বিভিন্ন এলাকা হতে আলেমরা সমবেত হন। তারা আলোচনা করেন। সে আলোচনায় দেহ মন তৃপ্ত হয়। দরবারে প্রায়ই পরামর্শ সভা বসে। কোথায় কি করা হবে সে বিষয়ে পরামর্শ। পরামর্শ সভায় কখন কে থাকবে সেটা আমীর নিজেই ঠিক করেন। একদিন গুরুত্বপূর্ণ এক সভায় সান্টুকেও রাখলেন। সান্টু চারিদিকে চোখ বুলায়। উপস্থিত সবার বয়স চল্লিশের উর্ধে। এসব নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তিদের মাঝে সান্টুকে বেমানান লাগে। অন্যরাও কিন্তু অবাক হয়েছিল। কেউ কেউ গলা উঁচু করে তাকাচ্ছিল তার দিকে। একজন বৃদ্ধ একটু সাহস করে বলে,

এই যুবক কে জনাব?

আমীর তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তারপর সবাইকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে বলেন,

সে খালিদ ইবনে মাতরাবা।

উপস্থিত সবাই কেঁদে ফেলে। এই প্রথম সান্টু বুঝতে পারে খালিদ শহীদ হওয়ার পর থেকে আমীর তাকে এতো বেশি স্নেহ কেনো করেন। তার চোখ থেকেও জল গড়িয়ে পড়ে। আমীর আবার বলেন,

আপনারা চাইলে তাকে বের হয়ে যেতে বলি।

চারিদিকে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়।

না জনাব। বরং আপনি চাইলে আমরাই বের হয়ে যাচ্ছি। আপনি যা পছন্দ করবেন সেটা মেনে নেওয়ার জন্যই তো আল্লাহ আমাদের উপর আপনাকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন। নয় কি?

আমীর খুশি হন। সভার কাজ শুরু করেন। ব্যাপার খুবই গুরুতর।

শামের আমীর বাত্তার আস-সাইফ আল-উফুক এর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আপনারা তো তার বিরত্বের কথা জানেনই। যুদ্ধ যখন তুমুল আকার ধারণ করে তখন মুসলিম সেনাদের কাউকে কিছু না বলে তিনি শত্রুর মধ্যে ঢুকে পড়েন। আল্লাহর কসম, যারা স্বচক্ষে দেখেছে তারা বলেছে তার চারিদিকে কাফিরদের লাশের স্তুপ পড়ে গিয়েছিল। কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে নি। কিন্তু হঠাৎ তার তরবারী ভেঙে যায় তখন কাফিররা তাকে ঘিরে ধরে। তারা যখন তাকে হত্যা করে তখনও জানতো না কাকে হত্যা করছে। আমার বিশ্বাস যদি তারা জনাতো ইনি বাত্তার আস-সাইফ তবে তাকে আঘাত করতে সাহস করতো না। এ সব কিছুই ঘটে চোখের পলকের মধ্যে। মুসলিম বাহিনী কিছু বুঝে ওঠার পুর্বেই। পরে মুসলিমরা এর চরম প্রতিশোধ নিয়েছে। বনু ফায়জানের সাথে এমন আচরণ করা হয়েছে যা তারা কিয়ামত পর্যন্ত মনে রাখবে। কিন্তু বাত্তার আস-সাইফের অনুপস্থিতিতে ভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। শামের লোকেরা চাচ্ছে তার ভাই হাশিম ইবনে মানুসুরকে স্থলাভিষিক্ত করা হক। আমীরুল মুমিনীন আমার নিকট দুত পাঠিয়ে আজই শামে রওনা হতে বলেছেন। বাত্তার আস-সাইফ এর পরিবারের সাথে আমার যে বিশেষ সম্পর্ক সে কারণেই এ ব্যাপারে আমার উপর নির্ভর করা হচ্ছে। আমি শামে পৌছালে আমীরুল মুমিনীন এর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসবে। তিনি যাকে ইচ্ছা আমীরের পদে নিয়োগ দেবেন। শুধু এতটুকু বুঝতে পারছি হাশিমকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। তবে এটা খুবই গোপন ব্যাপার কাউকে জানানো যাবেনা। আমি এখনই শামের দিকে রওনা হবো। আমি ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আল-কায়েসের সমস্ত দায় দায়িত্ব থাকবে মিকদাদ ইবনে সালামার উপর। আমার সাথে জাবেদ, বিশর ইবনে হান্না, সুলাইম ইবনে দুখশুম

আর এখানে যারা উপস্থিত আছে তারা সবাই যাবেন। শুধু মিকদাদ ইবনে সালামা ছাড়া কারণ সে এখানকার দায়িত্ব পালন করবে। এর পর আমীর অন্দর মহলে চলে যান।

দরবারের সবাই দ্রুত বাড়ি ফিরে যায়। লম্বা যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হযে যান তারা। আমীরের কথা অনুযায়ী সান্টু বুঝতে পারে এ সফরে সেও যাচ্ছে। তার ভাল লাগে।

সফর শুরু হয়। আল-কায়েস থেকে শামে পৌছাতে কয়েক দিন লেগে যায়। শামে পৌছে সবাই প্রথমে বাত্তার আস-সাইফের বাড়িতে অবস্থান করে। তার বৃদ্ধ বাবাকে সান্তনা দেওয়ার পর আমীর সবাইকে নিয়ে চলে যান সেখানকার কাজী মিসবাহ ইবনে জুরহুম এর বাড়িতে। সেখানেই তিনি বাকিটা সময় অবস্থান করবেন। লোক পাঠিয়ে হাশিম এবং অন্যান্য নেতৃত্ব স্থানীয়দের ডাকা হয়। তাদের সাথে আলোচনা করে বোঝা যায় গোটা শামের লোক হাশিমের নেতৃত্ব চাচ্ছে। বাত্তার আ-সাইফের উপর তাদের যে গভীর ভালবাসা আর আবেগ সেকারণেই তারা তার পরিবারের কাউকে নেতা হিসাবে পেতে চায়। অন্য দিকে অবিভক্ত শামের মধ্যে এ বিষয়ে হাশিমের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। মিতরাবা ইবনে মিরবাদ বুঝতে পারেন না আমীরুল মুমিনীন কি করতে চাচ্ছেন। হাশিম ইবনে মানসুরকে দায়িত্ব না দিলে শামে পরিবেশ অশান্ত হতে পারে। তবে সমস্ত যুক্তি বুদ্ধির উর্ধে আমীরুল মুমীনিনের নির্দেশকেই মেনে চলতে হবে। ইসলামে এর কোনো বিকল্প নেই।

মাগরিবের সলাতের পর উপস্থিত নেতাদের সামনে বক্তব্য রাখলেন মাতরাবা ইবনে মিরবাদ। তিনি বললেন আমি এখনও জানি না আমীরের সিদ্ধান্ত কি তবে তিনি যেটা বলেন সেটা আমাদের মেনে নিতে হবে। শাম থেকে কয়েকজন ব্যাক্তিকে তিনি তলব করেছেন তারা সেখানে হাজির হয়েছে তাদের সাথে পরামর্শ করে তিনি রায় ঘোষণা করবেন। তার ব্যাক্তিগত দূত এই রায় নিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যেই পৌছে যাবে। তিনি বারবার মানুষকে আল্লাহর রসুলের একটি হাদীস স্মরন করিয়ে দিতে থাকেন।

عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِى عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ

আমীরের আনুগত্য করতে হবে কঠিন বিষয়ে হক বা সহজ বিষয়ে হক পছন্দ হক বা না হক নিজের উপর যদি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তবু।

যেনো তিনি জনতাকে বলতে চাচ্ছেন তোমার যারা নেতৃত্ব চাচ্ছো আমীরুল

মুমিনীনের সিদ্ধান্ত তার বিপরীত।

পরদিন সন্ধার পর যারা পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমীরুল মুমিনীনের দরবারে গিয়েছিল তারা ফিরে আসে। মাতরাবা ইবনে মিরবাদ লোক পাঠিয়ে তাদের ডাকেন। তারা আসলে তিনি অন্য সবাইকে বের হয়ে যেতে বলেন। তিনি তাদের সাথে আলোচনা করেন। তারা খুব উৎফুল্য ছিল।

আমরা আমীরুল মুমিনীনকে বলেছি গোটা শামের লোক হাশিম ইবনে মানসুরকে চায়। আমীরুল মুমিনীন স্পষ্ট করে কিছুই বলেন নি তবে মনে হচ্ছিল আমরা যা বলেছি তিনি তার বিরুদ্ধে যাবেন না। শামের সমস্ত জনগণের বিপক্ষে তিনি কিভাবে যেতে পারেন ?

আমীর মিরবাদ রেগে যান।

সুহাইল ইবনে খয়সামা, তুমি পূর্ব থেকেই কেনো অনুমান করছো। আমীরুল মুমিনীন যদি সমস্ত শামবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে রায় দেন তবে কি তার রায় মানা তোমার এবং আমার উপর ফরজ হবে না?

তা নিশ্চয় জনাব। এটা কে অস্বীকার করবে! আমীরের আনুগত্য করা তো আমাদের উপর ফরজ যদিও তিনি আমাদের মতের বিপক্ষে রায় দেন। তিনি আমাদের ইচ্ছনুযায়ী রায় দিতে বাধ্য নন বরং আমরাই তার আদেশ মেনে চলতে বাধ্য।

উত্তম। তাহলে আর একথা জন সম্মুখে প্রচার করো না যে, আমীরুল মুমিনীন হিশাম ইবনে মানসুরকে শামের ওয়ালী নিয়োগ দেবেন। শুধু অপেক্ষা করতে থাকো। দেখো দূত কি খবর নিয়ে আসে।

ঠিক আছে জনাব। আপনি যেমনটি বলছেন তেমনই হবে।

তারা বিদায় হয়ে যায়। আমীর সান্টুকে কাছে ডাকেন।

হে বৎস। এই গোটা জাতিকে পরিচালনা করা এক পাল ছাগল পরিচালনা করার চেয়ে কি বেশি কঠিন নয়?

সান্টু তার কথার অর্থ বুঝতে পারে না কেবল হ্যা সূচক মাথা নাড়ে। আমীর মাতরাবা যা বলছে তা নিশ্চয় ঠিক।

দেখো মানজার, এক স্থানে একজনকে বেশি দিন আমীরের পদে রাখা নিরাপদ নয় জনগণ তার প্রতি সহানুভুতিশীল হয়ে পড়ে। আমীরুল মুমিনীনের কর্তৃত্ব লোপ পায়।

আমীরুল মুমিনীনের কর্তৃত্ব লোপ পাওয়া মানে উম্মত বিভক্ত হওয়া, আল্লাহর গজব নাযিল হওয়া। তুমি কি দেখোনি বানু নিযারের সাথে যুদ্ধে কিভাবে আমার এলাকাতে বাত্তার আস-সাইফকে আমীর করা হয়েছিল? যাতে লোকে বুঝতে পারে যে সব কিছু একজনের আদেশে হচ্ছে যার নির্দেশ পালন করতে সমগ্র মুসলিম উম্মা বাধ্য।

সান্টুর ইচ্ছা হচ্ছিল কাথাগুলো নোট খাতায় লিখে নিতে। কিন্তু আমীরের সামনে খাতা কলম বের করাটা বেয়াদবী মনে হচ্ছে।

শোনো। উমার ইবনে খাত্তাব এক স্থানে একজনকে বেশিদিন ওয়ালীর পদে রাখতেন না। আমার মনে হয় সেকারণেই আমীরুল মুমিনীন শামে মানসুরের পরিবারকে আবার ক্ষমতা দিতে চাচ্ছেন না। আল্লাহই ভাল জানেন। যদি তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন তবে শামে একটা গোলোযোগ সৃষ্টি হতে পারে আর যদি এই সিদ্ধান্ত না নেন তবে মানসুরের পরিবার শামে এমন দৃঢ় স্থান গেড়ে বসবে যে একসময় শামের উপর আমীরুল মুমিনীনের আর কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। পুরো মুসলিম উম্মা থেকে শাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তোমার কাছে কোনটি উত্তম বলে মনে হয়?

সান্টু উত্তর দিতে লজ্জা পায়। কেবল আমীরের মুখের দিকে মাথা তুলে তাকায়। তিনি একই প্রশ্ন আবার করলে সান্টু বলে,

আমীরুল মুমিনীন যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই উত্তম।

আমীর মাতরাবা মুচকি হাসেন।

এ কেমন পরামর্শ যুবক? তুমি কি এখনও ইসলামের মানদণ্ড সম্পর্কে অবগত হওনি? সামান্য সময়ের গোলোযোগ মুসলিম উম্মার জন্য বেশি ক্ষতিকর নাকি চির স্থায়ীভাবে বিভক্ত হয়ে পড়া?

বিভক্ত হয়ে পড়া জনাব।

উত্তম। তাহলে আমীরুল মুমিনীন কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা আগে থেকে অনুমান করা যাচ্ছে। কি বলো?

জী হ্যা, সম্মানিত আমীর।

এশার সালাতের পর সামান্য কিছু খাবার খেয়ে আমীর ঘুমিয়ে যান। ফজরের সলাতের পর নতুন একজনকে ইমাম হয়ে সলাত পড়াতে দেখা যায়। সান্টুর মনের মাঝে ঘন্টা বেজে ওঠে। প্রতিক্ষিত খবর নিয়ে তাহলে আমীরুল মুমিনীনের দূত

হাজির হয়ে গেছে? সলাত শেষে জনতাকে মসজিদে অপেক্ষা করতে বলা হয়। মসজিদের মিনার থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়,

আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে বিশেষ দূত হাজির হয়েছেন...................

জনতার সামনে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পূর্বে শামের বিশেষ ব্যাক্তিদের সাথে আমীর মাতরাবা গোপন বৈঠক করেন সেখানে আমীরুল মুমিনিনের দূত চিঠি পড়ে শোনান,

শাম বাসীর প্রতি সালাম। তাদের আমীর ও প্রিয়ভাজন বাত্তার আস-সাইফ এর মৃত্যুতে আমি শোকাহত। আমি উত্তম পিতার নেক সন্তান দাউদ খুরাশানী কে তাদের আমীর নিয়োগ করে পাঠালাম। যে দাউদ খুরাশানীর আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে আর যে তার অবাধ্য হয় সে আমার অবাধ্য হয়।

শাম দেশের যেসব নেতৃত্ব স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন তারা অপ্রস্তুত হয়ে যান।

দাউদ খুরাশানী? শামের উপর খুরাশানের দাউদ কর্তৃত্ব করবে?

আমীর মাতরাবা কর্কশ কণ্ঠে বলেন,

শামের লোকেরা কি অন্ধকারে আছে? দাউদ খুরাশানী কি মুসলিম নয়? একজন মুসলিম শামের উপর কর্তৃত্ব করবে এতে অবাক হওয়ার কি আছে! আল্লাহর রসুল কি বলেন নি,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا

আমি তোমাদের আল্লাহর ভয় আর আমীরের কথা শুনা ও মানার উপদেশ দিচ্ছি যদিও হাবশী গোলাম হয়।

এ যুক্তিতে শামের লোকেরা হেরে যায়। তারা ভিন্ন যুক্তি খোজে,

আল্লাহ তো পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন। আমরা সকলে বলেছি মানসুরের ছেলে হাশিমকে আমাদের আমীর করা হক সে পরামর্শ কেনো শোনা হলো না?

আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে আশা বিশেষ দূত এবার মুখ খোলেন,

আমি হিশাম ইবনে মানসুরকে আলাহর কসম দিয়ে প্রশ্ন করছি আপনি কি জানেন আল্লাহ বলেছেন,

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران: ١٥٩]

আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন পরে আপনি যদি কোনো সিদ্ধান্তে পৌছান তবে আল্লাহর উপর ভরসা করুন।

{আলে ইমরান/১৫৯}

এই আয়াতের অর্থ কি?

বাত্তার আস-সাইফের ভাই হাশিম ইবনে মানসুর মজলিসে উপস্থিত ছিলেন প্রশ্নটি তাকেই করা হয়েছিল তিনি খুবই আদবের সাথে বললেন,

আয়াতের অর্থ, পরমর্শ করা হবে কিন্তু সিদ্ধান্ত একজনই গ্রহণ করবেন। আমীরুল মুমিনীন যদি সমস্ত মুসলিমদের বিপক্ষেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আর তার সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিপরীত না হয় তবে তার সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।

দূত খুশি হলেন,

হে হিশাম ইবনে মানসুর আপনি কি আমীরুল মু'মিনীনের হাতে বায়াত করেন নি? তার আনুগত্য করা কি আপনার উপর ফরজ নয়?

হ্যা নিশ্চয়। আপনি এ কি বলছেন? আল্লাহর রসুল কি বলেন নি

من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية

যে কেউ আমীরের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমানও দূরে সরে যায় এবং এই অবস্থায় মারা যায় তবে তার মৃত্যু জাহেলী মৃত্যু।

এর পর হাশিম ইবনে মানসুর, আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন।

আমি আমীরুল মুমিনীনের প্রতি আমার আনুগত্যের ঘোষণা দিচ্ছি। দাউদ ইবনে আব্দুল কারীম আল-খুরাশানীর প্রতি আমিই প্রথম আনুগত্যের ঘোষনা দিচ্ছি। ওহে শামবাসী তোমাদের সাথে শয়তান রয়েছে। তোমরা সতর্ক হও। তোমরা কি দেখছো না তোমাদের কোনো যুক্তিই আল্লাহর কিতাব আর তার রসুলের সুন্নাতের মাধ্যমে প্রমানিত হচ্ছে না?

শামের অন্যান্য নেতৃত্বস্থানীয়দের আর কিছুই করার থাকে না। তারা এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। মসজিদে আম জনতার মাঝে এ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। স্বয়ং হাশিম ইবনে মানুসুর এর ঘোষণা দেন এবং তিনিই প্রথম দাউদ ইবনে আব্দুল কারীম আল খুরাশানীর হাতে বায়াত হন। পরে একে একে নেতৃত্ব স্থানীয় সবাই তার হাতে

বায়াত হয়। সমগ্র জনতা তাকবীর দিতে থাকে। এরপর মাতরাবা ইবনে মিরবাদ তার সঙ্গীদের নিয়ে নিজ এলাকাতে ফিরে আসেন।

আল-কায়েসে ফিরার পর থেকে আব্রাহাম লিংকনকে খুঁজতে থাকে সান্টু। তাকে কোথাও পাওয়া যায় না। তার চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু সান্টুকে না বলে তো যাওয়ার কথা নয়। সারাদিন খোঁজা খুজির পরও তাকে পাওয়া গেল না। তার সাথে প্রথম দেখা হলো ঈশার সলাতের পর। মসজিদ থেকে বের হয়ে তাকে মসজিদের পাশের খেজুর গাছটির নিচে দাড়িয়ে থাকতে দেখে সান্টু।

আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে।

সান্টু বিরক্ত হয়ে বলে,

আমি তো যাচ্ছি না। এমন এলাকা থেকে কি কোনো মুসলিম যেতে পারে?

আব্রাহাম লিংকন এই উত্তরে খুব বেশি অবাক হয় না তিনি যেনো এমন উত্তরই আশা করছিলেন।

ঠিক আছে কিন্তু আমাকে এগিয়ে দিতেও কি যাবে না? তাপসীকে ডাঙায় তোলা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়।

এ প্রস্তাবে সান্টু রাজী হয়। একবারের কষ্টের বিনিময়ে যদি সারা জীবনের জন্য মুক্তি পাওয়া যায় তবে তাই হোক।

আকা বাঁকা পথ দিয়ে আব্রাহাম লিংকন সান্টুকে যে খোলা ময়াদানে নিয়ে আসলেন সেখানে কিন্তু কোনো সমুদ্র ছিল না। নদীও ছিল না। তবে তাপসী ছিল। সাদা বালির উপর নিরব দাড়িয়ে ছিল বাহনটি। সেটি দেখা মাত্র সান্টুর মনে পড়ে যায় তীব্র শব্দ আর ভীষণ শীতল বাতাসের কথা, গায়ের উপর জমে থাকা স্তরের পর স্তর বরফের কথা। তার চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে ওঠে। আব্রাহাম লিংকন বাহনটিতে উঠে পড়েন। ইঞ্জিন রুমের দরজা খুলে ভিতরে চলে যান। একটা বড় হাতুড়ি নিয়ে আবার বাইরে চলে আসেন।

তাপসীর দরজাতে কিছু সমস্যা হয়েছে। বুঝেছো?

বলে ঠক ঠক করে দরজার গায়ে হাতুড়ি মারতে থাকেন আব্রাহাম লিংকন। সান্টুর দিকে তাকিয়ে বলেন,

ভিতর থেকে একটু দরজাটা ঠেলে ধরবে?

এই কথার মধ্যে কতো জটিলতা লুকিয়ে আছে সান্টু তা বুঝতে পারে না। সে বাহনের ভিতরে ঢুকে পড়ে। ধপ করে একটা শব্দ হয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সান্টু বন্দি হয়ে পড়ে। দরজাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিচ থেকে উপরে উঠতে থাকে। তার সামনে আব্রাহাম লিংকনের মানব মূর্তি। তিনি এখানেই থেকে যাবেন। তবে সান্টুকে ফিরতে বাধ্য করতে পেরে তিনি মানসিকভাবে তৃপ্ত। এই সফরে অর্জিত জ্ঞান বিশ্বকে জানাতে হবে না?

আব্রাহাম লিংকন বাহনটির বাইরে নিশ্চুপ দাড়িয়ে ছিলেন। তার চেহারাটি অদৃশ্য হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে কেবল বলেন,

তোমার কোনো চিন্তা নেই। আমি ঠিক ঠাক মতো কমাণ্ড দিয়ে রেখেছি আশা করি সঠিক গন্তব্যে পৌছে যাবে।

সান্টু যন্ত্রটির দিকে উলুক ফুলুক করে তাকায়। একবার ইঞ্জিন রুম থেকেও ঘুরে আসে। বের হওয়ার কোনো পথ নেই। একটু পরই ইঞ্জিনরুম থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসতে শুরু করে। সান্টু দরজাটি বন্ধ করতে চাই কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হয় না। অসহায়ের মতো চালকের চেয়ারে বসে পড়ে। আস্তে আস্তে বরফ তাকে ঘিরে ধরে। সে ঘুমিয়ে পড়ে। ....

যখন ঘুম ভাঙল তখন চারিদিকে আযান হচ্ছে। সান্টু ফজরের সলাত পড়ে আসে তারপর সারা রাত কি ঘটেছে তা মনে করার চেষ্টা করে। সমস্ত ঘটনা একটি খাতায় লিখে ফেলে। খাতাটি হাবীবের নিকট পাঠিয়ে দেয়।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

লেখকের অন্যান্য বই

*** গ্রন্থাবলী:**

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!'' বইয়ের জবাব)

*** রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):**

১৭. ছোটদের আক্বাইদ
১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

*** ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:**

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রর স্বরূপ উম্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩০. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)

*** ভাষা শিক্ষা:**

৩১. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩২. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ)   ২. ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)
৩. সাজির সাজানো ঘর (ছোটদের উপন্যাস)